ম্যাগাজিন ফ্রি
খালি ভিতরের কমিকস
৮০ টাকা

Since 1978

SUPERIOR SUNY

উন্মাদ

৩২৫ সংখ্যা!

আহসান হবীব

উন্মাদ
কমিক্স
১৬০ টাকা

টাইম ট্রাবল

UNMAD COMICS: TIME TROUBLE
ISBN 978-984-92857-2-1

আঁকা:
মেহেদী হক
আসিফুর রহমান

0000000000 0
420 হুদাই

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Contact

www.boilovers.com

www.facebook.com/SuperiorSuny

01843-456129

NEED DONATION

CAN DONATE

BOILOVER.COM

IF YOU WANT

Donate on

01843-456129

BoiLovers.com
Present

Book is free for all

Some Upcoming Megazine

01 Rahasya Patrica
02 Biggan Chinta
03 Kishor Alo
04 Unmad
05 Current Affears
06 Pai Zero 2 Infinitive
07 Kishor Kantha

উন্মাদ

এই মার্চের ডাবল মার্চ ফিচারS !

উন্মাদ কমিকসঃ টাইম ট্রাবল

প্রকাশনার ৩৯ বছর! আগামী বছরে ৪০ পেরুলেই চালসে!

স্যাটায়ার কার্টুন ম্যাগাজিন। রেজি নং- ডিএ ৬১২
১৯৪ ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০
প্রতিষ্ঠাতা- ইত্তেফাক হোসেন, কাজী খালিদ আশরাফ

উন্মাদ

উন্মাদ মান-উন্নয়ন বার ডায়াগ্রাম!

সম্পাদক/প্রকাশক
আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

নির্বাহী সম্পাদক
মেহেদী হক

সহযোগী সম্পাদক
নাসরীন সুলতানা মিতু
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়

সহকারী উন্মাদক
মোর্শেদ মিশু
ফরিদুর রহমান রাজীব

প্রধান নির্বাহী
সাজ্জাদ কবীর

নির্বাহী
বিপনু চৌধুরী

সহযোগী নির্বাহী
মোস্তাফিজুর রহমান
মাকামে মাহমুদ

সহকারী নির্বাহী
পাবাল

১৯৭৮

২০১৭

উন্মাদে ব্যবহৃত সকল চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনো চরিত্র বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোনো কার্টুন ফিচারে মিল খুঁজে পেলে তা সম্পূর্ণ কাকতালিয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা বিকৃত মস্তিষ্কের পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে, উন্মাদের কাউকে দায়ী করা যাবে না।

জনসংযোগ- মেহেদী হাসান খান/ কম্পিউটার- জুন্নুনুর রহমান

কার্টুনঃ পুতিনক্যাচার

ক্যারিকেচার- নাসরিন সুলতানা মিতু

চিঠিপত্র ও প্রেমপত্র

একটি উন্মাদীয় চিঠি!

অর্পণ দাশগুপ্ত,

এক অশিক্ষিত মহিলা যার দাঁড়ি, কমা বলতে কোন জ্ঞান-ই নেই, বিশ্ব চিঠি লেখা দিবস উপলক্ষে সেএকটি উন্মাদীয় চিঠি লিখেছে বিদেশে থাকা তার স্বামীকে-ওগো, সারাটি জীবন শুধু বিদেশেই কাটালে এই ছিল কপালে আমার পা। আবার ফুলে উঠেছে উঠানটা। জলে ডুবে গেছে ছোট খোকা। স্কুলে যেতে চায়না ছাগলটা। শুধু ঘাস খেয়ে ঝিমাচ্ছে তোমার বাবা। পেটের অসুখে ভুগছে বাগানটা। আমে ভরে গিয়েছে ঘরের ছাদ। ছানে ছানে ফুটো হয়ে গিয়েছে গাভীর পেট। দেখে মনে হয় ছ বাচ্চা দেবে করিমের বাবা। রোজ আধা সের দুধ দেয় বাড়ির পাচকটা। রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে কুকুর ছানাটি। সারাদিন লেজ নেড়ে খেলা করে বড় খোকা। দাঁড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে নুরির মা। ব্যাথা- বেদনায় ছটফট করছে নুরির বাবা। বারবার ফিট হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার । সাহেব এসে দেখে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় তুমি অবশ্যই বাড়ি আসবে না। আসলে অত্যন্ত দুঃখিত হব। আজ আমি এখানেই শেষ করছি।।

ইতি...
তোমার স্ত্রী ।

ছাগল প্রেম

রিয়াজুল আলম শাওন

মানুষ আর ছাগল সমার্থক শব্দ। রতন তাই বিশ্বাস করে। তার বয়স যখন তিন, তখন সে ছাগলের পিঠে চড়ার চেষ্টা করত। তার মা বলত, 'বাবা রে, ছাগলের পিঠে চড়তে হয় না। তুই ঘোড়ার পিঠে চড়বি।' তখন থেকেই ছাগলের সাথে রতনের সখ্যতা।

বাল্যকালে পড়া না পারলেই মাস্টার মশাই তাকে বলে বসতেন, 'ব্যাটা, তুই একটা রামছাগল।' শুনে রতনের একটু মন খারাপ হলেও সে কাউকে বুঝতে দিত না। বাড়ির পোষা ছাগলগুলোর সাথে সে সেইদিন বেশ সময় কাটাত। সম্ভবত ওদের সাথে নিজের পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করত।

রতনের আব্বা রিয়াদ শেখ রাগী মানুষ। তিনিও রাগ হলে 'ছাগল' বলে গালি দিতে পছন্দ করেন। আগে তিনি পায়ই রতনকে বলতেন 'ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা।' (রতন আসলে চার ভাইবোনের ভিতর তৃতীয়।) ছাগলের বা"চা বলায় রিয়াদ শেখের গায়েও কিছুটা কালিমা লেগে যায়। তাই বর্তমানে তিনি রতনকে, 'পাঠা', 'বাচ্চা ছাগল' ইত্যাদি নামে ডাকেন।

রতনকে ছাগল ডাকার কিছু যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। সে কাঁঠাল গাছ ছাড়া কোন গাছ চেনে না। সবসময় তার চেষ্টা থাকে ফল দেখে গাছ চেনার। গাছে ফল না থাকলে তার কাছে হিজল গাছ আর আম গাছ দুটোকেই এক মনে হয়।

রতনের ছোট মামা রসিক মানুষ। তিনি রতনকে হাসিমুখে বলেছিলেন, 'তুই যে কাঁঠাল গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ চিনিস না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

রতন জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন মামা?'

'আরে ছাগল তো কাঁঠাল গাছ চিনবেই। ছাগলের খাদ্য তো কাঁঠাল পাতা।' ছোট মামা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

রতনকে ছাগল বলার ইতিহাস এখানেই শেষ না।

রতনের পেমিকা নাদিয়া সেদিন বলেছিল, 'রতন তোমার সাথে আর প্রেম করব না। তুমি একটা ছাগল।'

রতন বলেছিল, 'কেন? আমি কী করলাম?'

'যে ছেলে প্যান্টের পকেটে করে আইসক্রিম নিয়ে আসে, সে ছাগল ছাড়া আর কী?' নাদিয়ার রাগটা টের পাওয়া গিয়েছিল।

'ইয়ে মানে প্যান্টের পকেটইতো সুরক্ষিত । চারিদিকে যে পরিমাণ জীবাণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।' মাথা চুলকে রতন বলেছিল।

'তাই বলে খোলা কোণ আইসক্রিম তুমি পকেটে করে নিয়ে আসবে। আইসক্রিমের সিংহভাগ তো তোমার পকেটেই গেছে।' গলায় সবটুকু রাগ ঢেলে নাদিয়ার ধিক্কার।

'সবকিছু পকেটে রেখে রেখে এই অভ্যাস হয়েছে। সেদিন বাজার থেকে একটা বড় আনারস কিনেও পকেটে ঢুকানোর চেষ্টা করেছিলাম। একটু পরে খেয়াল করে দেখি, মানুষজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। শেষমেষ বাধ্য হয়ে পলিথিনে আনারসটা বাসায় এনেছি।'রতন কথাগুলো বলতে বলতে সামনে চলে গিয়েছিল। পিছনে ফিরে দেখল নাদিয়া নেই।

২

ছাগল পালন করে রতন এখন লাখপতি। তার ছাগলের খামার ক্রমেই বড় হ"ছ। তার সাথে যেহেতু ছাগলের মিল আছে তাই পড়াশুনা শেষে সে সিদ্ধা" নিয়েছে, ছাগলের সাথেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। কারণ ছাগলের মত উপকারি বন্ধু এই জগতে খুব কমই আছে। যা খেতে দাও আপত্তি নেই, চড় দিলেও মনে রাখে না।

রতন জানে তার মত করে ছাগলকে এত ভালোভাবে কেউ বুঝবে না। তাই তো রতনের ছাগলের খামারের সুনাম এখন এলাকার সবার মুখে মুখে।

রতনের বিয়ের তোড়জোড় চলছে। তাকে নিয়ে বাসার সবাই এখন মহাখুশি। রতন বলেছে, 'তোমরা যে মেয়েকে ঠিক করবে তাকেই আমি বিয়ে করব, কোন সমস্যা নেই। তবে একটাই শর্ত, মেয়ের ছাগল প্রেম থাকতে হবে। কারণ যে ছাগল ভালোবাসে, সে মানুষকেও ভালোবাসে।'সর্বশেষ খবর অনুযায়ী রতনের জন্য পাত্রী ঠিক হয়েছে। কণে বাড়িতে বিয়ের স্যুটকেসের সাথে ১৫টা ছাগল পাঠানো হয়েছে।

ডিজিটাল যুগের বিড়ম্বনা

আসিফ মেহ্‌দী

ডিজিটাল যুগ যেমন সম্ভাবনার, তেমনি বিড়ম্বনার! এ যুগে পান থেকে চুন খসলে তা ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে! এই ভাইরাল-ব্যাক্টিরিয়ালের না আছে ঔষধ, না আছে টিকা। অ্যানালগ যুগে কিছু আসার আগে 'আসিতেছে, আসিতেছে' বলে জানান দিয়ে আসত। কিন্তু হায়, ডিজিটাল যুগে নেই এ উপায়! এখন যাওয়া-আসা চলে হুড়মুড়িয়ে; জানান দিয়ে নয়। প্রেম-ভালোবাসাও ধুম করে আসে; আবার দুম করে জীবন থেকে গুম হয়ে যায়। সেকালের মতো 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে' টাইপের প্রগাঢ় কিছু নেই; সবই আলগা-হালকা-ফকফকা!

ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে টাল হারিয়ে পটল সাহেবের বেতাল অব !

ভার্সিটির 'র‍্যাগ' নিয়ে যত কথা হয়; ফেসবুকের 'ট্যাগ' নিয়ে তত কথা হয় না। অথচ একটি 'ট্যাগ'-এর ঘটনা, হতে পারে সারাজীবনের কান্না! গত মাসে অসু কথা বলে পটল সাহেব অফিস কামাই দিলেন। বহুদিন পর বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড় করে যেন প্রাণশক্তি ফিরে পেলেন। কিন্তু পরদিন অফিসে যেতেই সেই প্রাণশক্তি ফুস হয়ে বেরিয়ে গেল! রাতে এক বন্ধু নাকি সেই আনন্দযজ্ঞের ছবিতে (বর্ণনাসহ) তাকে ট্যাগ করেছে! ওই ছবি দেখে রাতেই অফিসের বস-এর প্রেশার বেড়ে গেছে।

মানুষ জলাতংকের কথা বলে, কিন্তু লিঙ্কাতংক (লিঙ্ক+আতংক)-এর কথা কেউ বলে না! গেল সপ্তাহে ফেসবুক ওয়ালে ফ্রেশা একটি লিঙ্ক দেখে কিক দিয়েছিলেন পটল সাহেব। ব্যস, তরতাজা স্প্যাম হুড়মুড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন আইডিতে! পুরোনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে; তেমনি এসব স্প্যাম-লিংক সংখ্যায় বাড়ে! সেদিন অধিকাংশ মহিলা সহকর্মী, প্রাক্তন সহপাঠিনীর 'ব্লক লিস্টে' স্থান পেয়ে পটল সাহেবের বেহাল দশা। তারপর থেকে তিনি লিঙ্কাতংকে ভুগছেন।

মর্ত্য মানেই গর্ত; আর সেটি যদি হয় ডিজিটাল দুনিয়া, তাহলে অব অতি বেগতিক! ডিজিটাল দুনিয়ায় আমরা বিচরণ করছি ঠিকই; কি এখানে-ওখানে রয়ে যাবে 'অ্যাকটিভিটি লগ', 'ব্রাউজিং হিস্ট্রি' ইত্যাদি! এছাড়া আইডি হ্যাকিংয়ের ভয় তো আছেই। গতরাতে ঘটেছে মহাভয়ংকর একটি ঘটনা! 'ভাইবার', 'হোয়াটস অ্যাপ'-এর মতো নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে বিনামূল্যে পুরোনো বন্ধুকে কল দিতে পেরে পটল সাহেবের মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। একটু পরই খেয়াল করলেন, প্রায় দুই ডজন পরিচিত মানুষের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে গেছে এসএমএস! তাতে লেখা, 'লেটস ভিডিও চ্যাট অ্যান্ড টেক্সট অন...'! এসএমএসটি গেছে তার স্ত্রী, শ্যালিকা, শাশুড়ি, খালাশাশুড়ি থেকে শুরু করে অন্যান্য আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে! এখন পটল সাহেবের পটল তোলা বুঝি সময়ের ব্যাপার মাত্র!

নাসির নগর

এস এম নাসিরউদ্দিন

হায়রে হায় নাসির
নাইরে তাগো তাসির
নাসির নগরে নাসির নাই
বিচার হবে? শাস্তি চাই।
পুরুষ শূণ্য সারা গ্রাম
সাহেবে গো কেমন ব্যারাম
ন্যাক্কারজনক ঘটনা
ভাবতে হবে ছেঅট না।
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে
পাপ কী বাপকে ছাড়ে?
বলুন দেখি ধরুন দেখি
হয়না যেন কথা মেকি !

মাষ্ট কার্টুন

উন্মাদ কমিক্স

টাইম ট্রাবল

গল্প- আহসান হাবীব
আঁকা- মেহেদী হক, আসিফুর রহমান
স্ক্রিপ্ট সহায়তা- হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ.
সিদ্দিক আহমেদ

প্রফেসর ভবঘটিয়া একজন বিরাট বিজ্ঞানী সবসময় গবেষনার ভিতরই থাকেন তিনি।
তার সর্বশেষ আবিষ্কার হচ্ছে ট্রাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচ
হুম তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি সাকসসফুললি টাইম ট্রাভেল ওয়াচ আবিষ্কার করেই ফেললাম!
এই রিস্টওয়াচটা হাতে দিয়ে বাটম টিপে ই ইচ্ছেমত ত অতীত ভবিষ্যতে যাওয়া যাবে যখন তখন

বাবা?
তার মেয়ে রিনি ঢুকলো
ওহ রিনি!
ওহ সময়মতই এসে গেছে মেয়েটা
তোর জন্য সুসংবাদ আছে। আমার আবিষ্কৃত টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচ কাজ করছে
একটু আগে ওটা ব্যবহার করে জুরাসিক যুগ থেকে তোর জন্য একটা ডাইনোসরের বাচ্চা এনেছি
ওয়াও... !!

এই নে, তুই একটা পেট এর শখ করেছিলি না?
সত্যি ডাইনোসরের বাচ্চা?? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!
থ্যাংকস বাবা
দাড়াও চট করে একটা সেলফি তুলে ফেইকবুকে দেই দেখি সেকেন্ডে কয়টা আনলাইক পড়ে
খবরদার ফেইকবুকে দেয়া যাবে না। এটা অত্যন্ত গোপন আবিষ্কার কেউ জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু!

আমার পিছনে কত গেয়েন্দা টিকটিকি লেগেছে তা জানিস?
টিক টিক টিক
রাশিয়ার এজিবিটিভি আমেরিকার সিআইএবিসিডি ভারতের রররররম্য
আচ্ছা ঠিক আছে নো মোর সেলফি
তুই বুঝতেও পারছিস না... এটা কত বিপদজনক আবিষ্কার। কে জানে কেউ হয়ত কোন গোপন ক্যামেরায় আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা!
ওদিকে সত্যিই একটা দল ওদের উপর নজর রাখছিল টেলিস্কোপে
?
হি হি প্রফেসর তাহলে ওটা সত্যি সত্যি আবিষ্কার করেছেন!

বস গুড নিউজ ব্যাড নিউজ দুটাই আছে! কোনটা আগে শুনতে চান?
গুড নিউজটা আগে বল হারামজাদা
গুড নিউজ হচ্ছে প্রফেসর তার আবিষ্কারটা সফলভাবে একটু আগে পরীক্ষা করে জুরাসিক ফ্লা থেকে একটা ডাইনোসরের বাচ্চা এনেছেন।
আর ব্যাড নিউজ?
ব্যাড নিউজ হচ্ছে প্রফেসরের বাসার সামনে আপনার ডান হাত জিল্লুরকে পুলিশ ধরে প্যাঁদাচ্ছে সে আপনার নাম বলে দিয়েছে
মু হা হা হা হা হা হা হা
পয়সা ফেললে ওরকম ডান হাত বাম হাত হতে কতক্ষন? শোন ঐ চিন্তা তোকে করতে হবে না। তুই ওদের উপর নজর রাখ...
আমি আরেক ডান হাতকে পাঠাচ্ছি
মু হা হা হা হা হা হা হা হা হা

এই সময় এক ছিচকে চোর....
ওদিকে টেলিস্কোপওয়ালা...
আরে প্রফেসরের পাশের জানালায় একটা মেয়ে...
যেই না টেলিস্কোপটা টেলিস্কোপওয়ালা অন্যদিকে সরিয়েছে তখনই সেই ছিচকে চোর...
ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দেখতে পেলো না
খিফ ফ্রি জোন
- কম্যুনিটি পুলিশ
খিক খিক (হাসি) আরে আশে পাশে কেউ নাই এই ফাকে ঐ পাগলা বৈজ্ঞানিকের বাসায় ঢুকে কিছু মাল-সামানা সাইজ করি। ওর বাসায় তার-মার লোহা লক্কর বহু কিছু আছে! খিক খিক
খিক খিক দড়জা খোলা...

ওহ! দিল যে লাগাকে চাক্কু!!
খিক খিক কম্মো সাবার!
ঐ ব্যাটা হালার পো হালা এইসব কি চুরি কইরা আনছস? আবজাব জিনিষ! এইসব চলে না।
পরে...
এই নষ্ট ঘড়িডা আনছস কি করতে...
কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন একটা নষ্ট ঘড়িও দিনে দুবার সঠিক সময় দেয়!

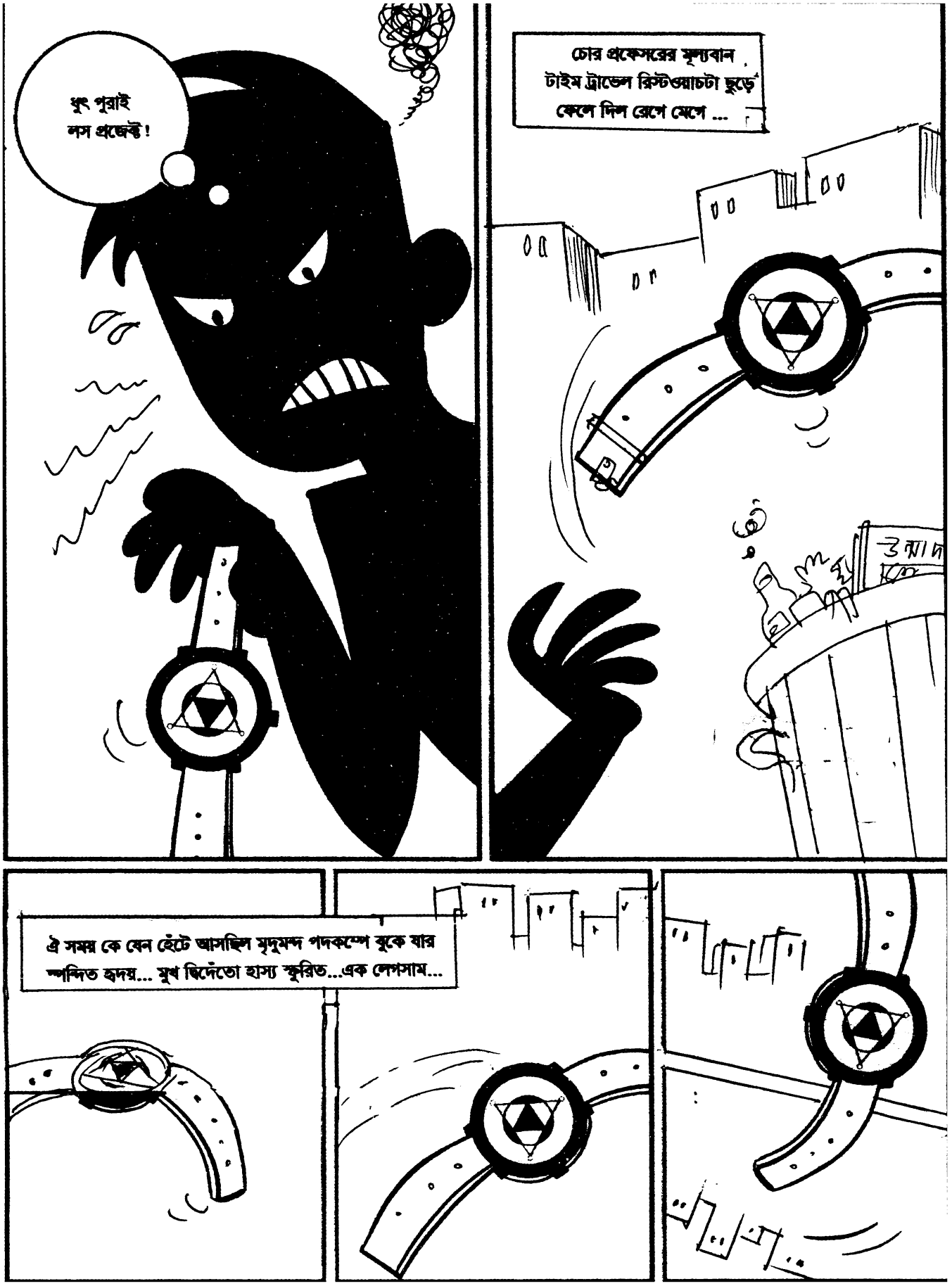
ধুৎ পুরাই
লস প্রজেক্ট!
চোর প্রফেসরের মূল্যবান
টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচটা ছুড়ে
ফেলে দিল রেগে মেগে ...
ঐ সময় কে যেন হেঁটে আসছিল মৃদুমন্দ পদকম্পে বুকে যার
স্পন্দিত হৃদয়... মুখ দ্বিদেঁতো হাস্য স্ফুরিত...এক লেপসাম...

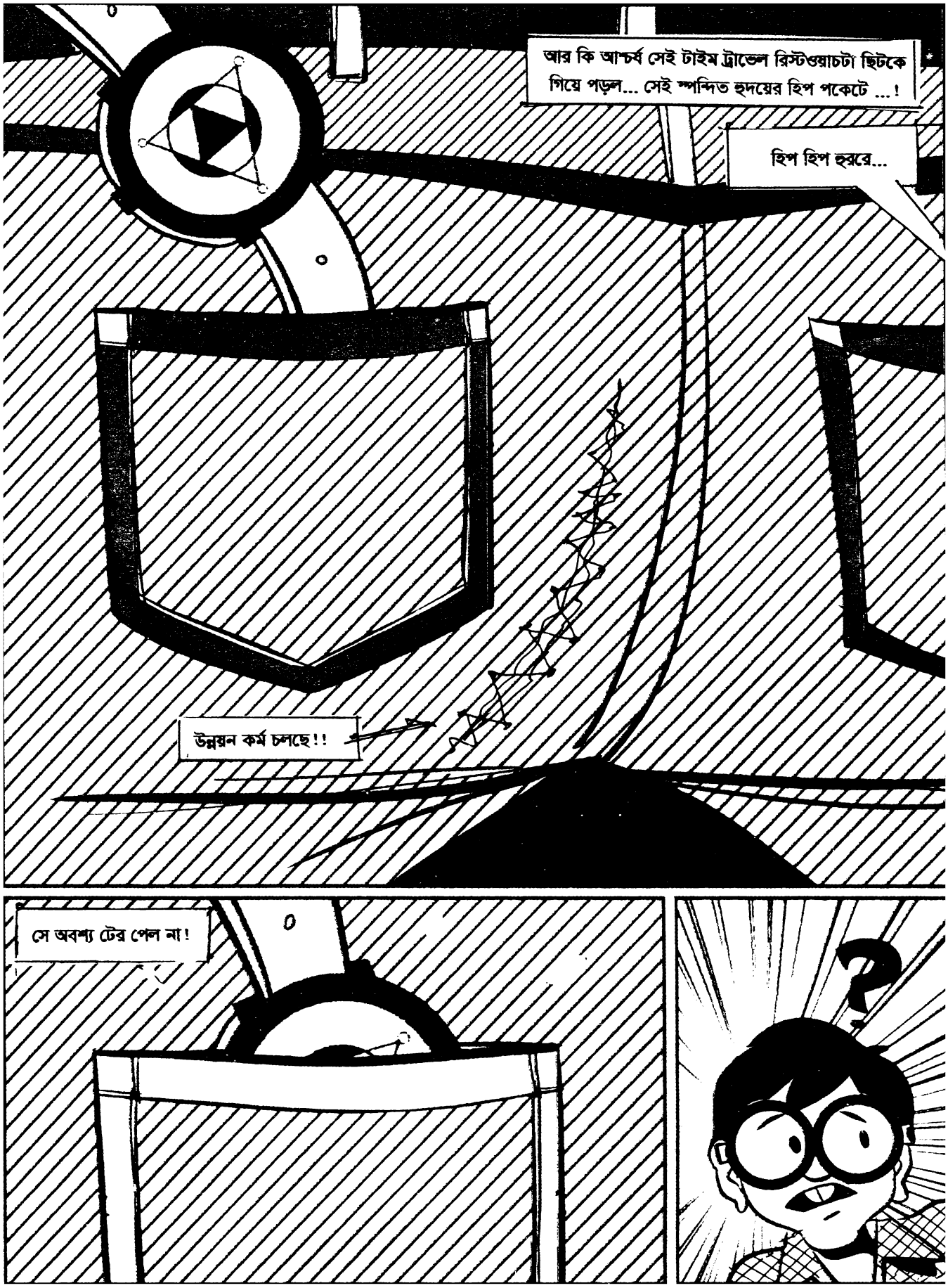
আর কি আশ্চর্য সেই টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচটা ছিটকে গিয়ে পড়ল... সেই স্পন্দিত হৃদয়ের হিপ পকেটে ...!
হিপ হিপ হুররে...
উন্নয়ন কর্ম চলছে!!
সে অবশ্য টের পেল না!

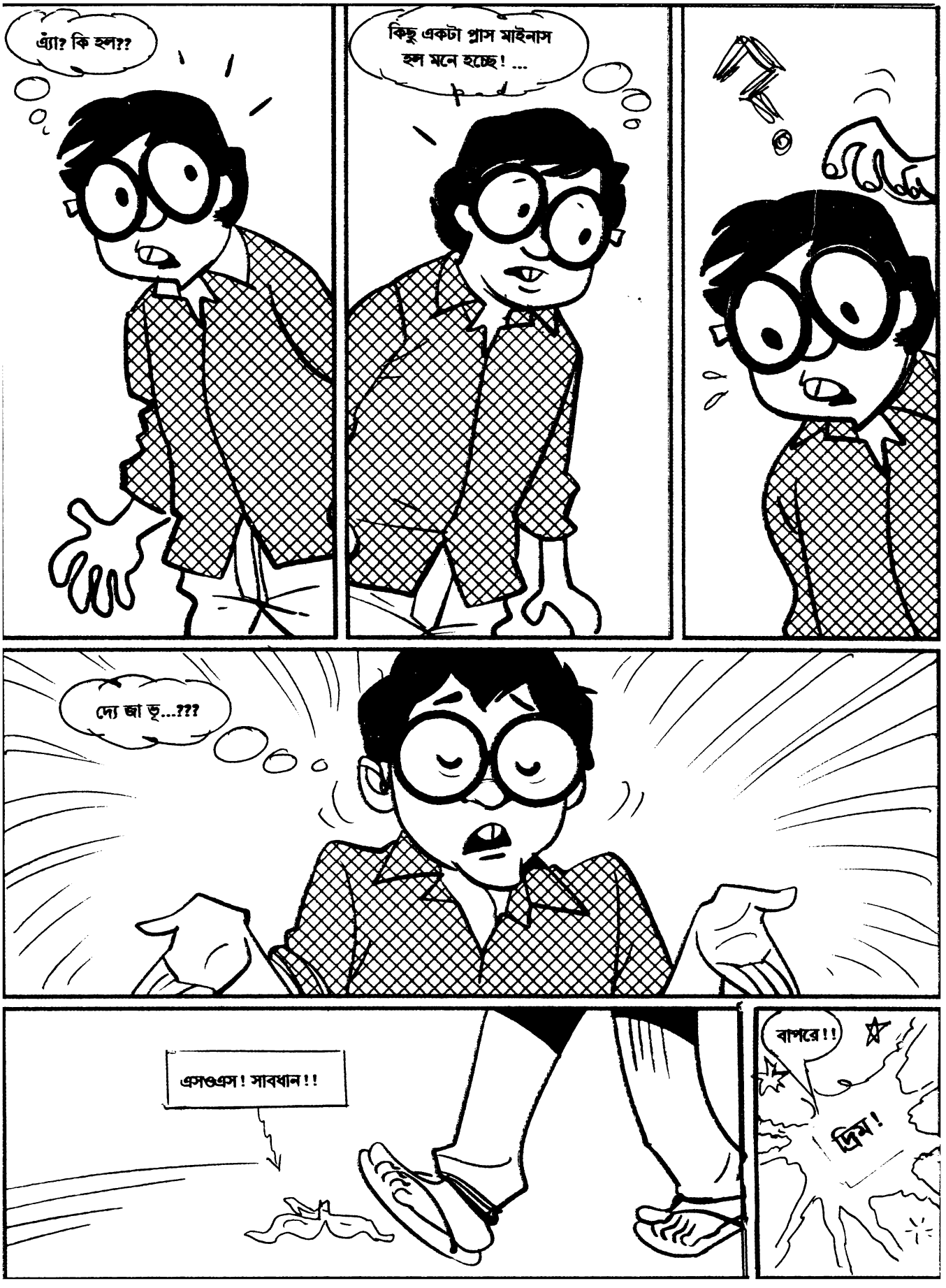
এ্যাঁ? কি হল??
কিছু একটা প্লাস মাইনাস হল মনে হচ্ছে! ...
দ্যে জা ভূ...???
এসওএস! সাবধান!!
বাপরে!!
ড্রিম!

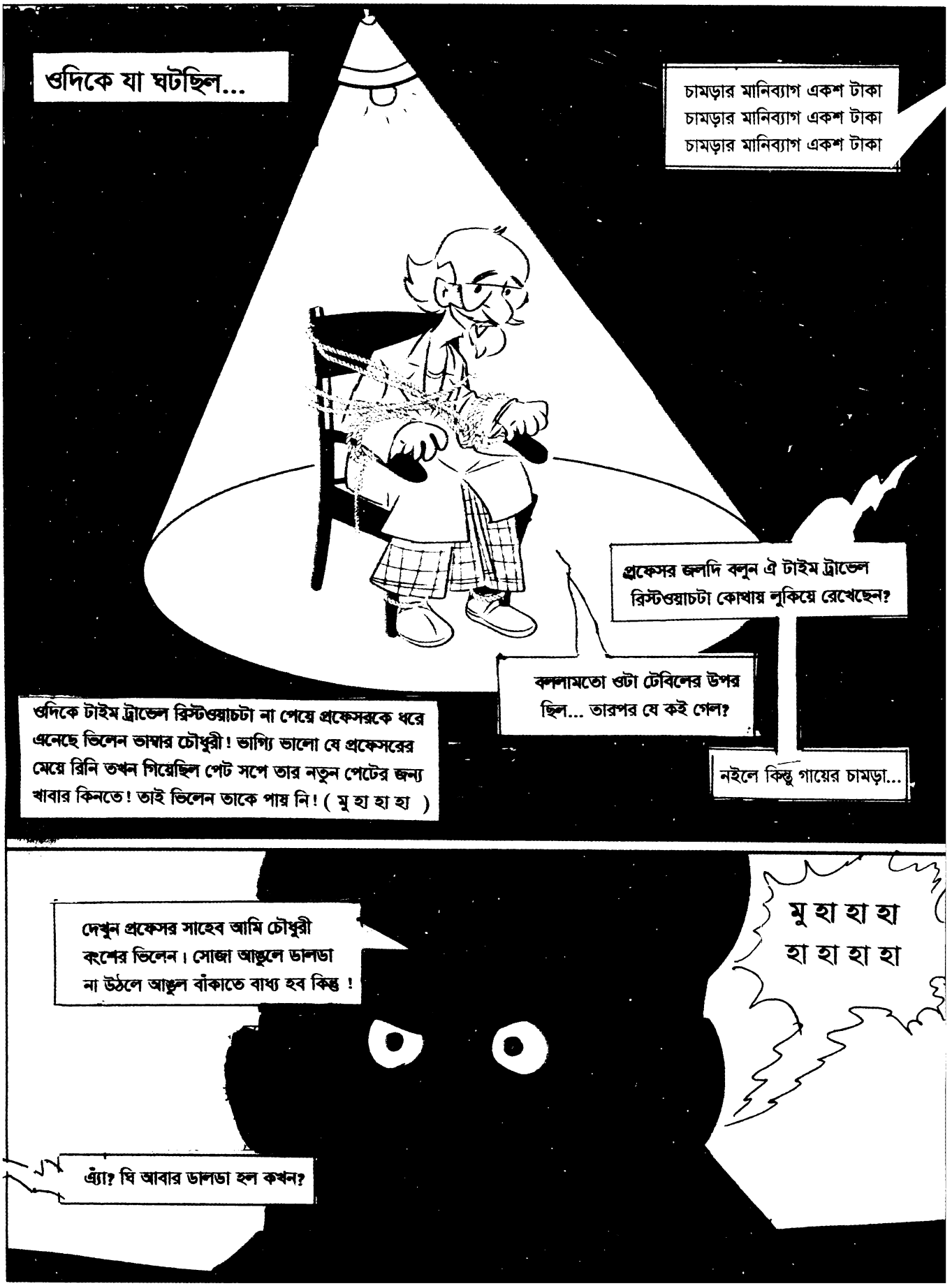
ওদিকে যা ঘটছিল...
চামড়ার মানিব্যাগ একশ টাকা
চামড়ার মানিব্যাগ একশ টাকা
চামড়ার মানিব্যাগ একশ টাকা
প্রফেসর জলদি বলুন ঐ টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?
বললামতো ওটা টেবিলের উপর ছিল... তারপর যে কই গেল?
নইলে কিন্তু গায়ের চামড়া...
ওদিকে টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচটা না পেয়ে প্রফেসরকে ধরে এনেছে ভিলেন ভাম্বার চৌধুরী! ভাগ্যি ভালো যে প্রফেসরের মেয়ে রিনি তখন গিয়েছিল পেট সপে তার নতুন পেটের জন্য খাবার কিনতে! তাই ভিলেন তাকে পায় নি! (মু হা হা হা)
দেখুন প্রফেসর সাহেব আমি চৌধুরী বংশের ভিলেন। সোজা আঙুলে ডালডা না উঠলে আঙুল বাঁকাতে বাধ্য হব কিন্তু !
মু হা হা হা
হা হা হা হা
এ্যাঁ? ঘি আবার ডালডা হল কখন?

প্রফেসর সাহেব আপনাকে সত্যি কথা বলি আমি আপনার টাইম ট্রাভেল ঘড়ি টা দিয়ে হানিমুনে যেতে চাই। ক'দিন আগে বিয়ে করেছি কিনা মু হা হা হা (ভলিউম লো)
কথা সত্য পেরফেসার সাব আর জ্যাডা হেতের বিয়া ফরাই দিসে, ওয়ারেন্টি তিন বছর ওয়ারেন্টি সাত বছর!
কিন্তু বাছা তোমার পাঁচটনি ফিগার আমার ঘড়ি তোমাকে অতীত বা ভবিষ্যতে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। তা ছারা এটা একজনের জন্য তৈরী ...অবশ্য একা হানিমুন করতে চাইলে অন্য কথা!
অবশ্য তার আগে টাইম ট্রাভে রিস্টওয়াচটা পেতে হবে
এ্যাঁ? একা হানিমুন??
এরই চোদরী সাব সিঙ্গেলই চলি যান মেয়েছেলে সাথে গেলে বিরাট ঝামেলা... আইতো আর ফরিবার লই...

অতঃপর ভিলেনের মাথা নষ্ট!
এই যে হামা পালোয়ান তোর গোল্ডের ডাইসতো দিনকে দিন বেসাইজ হচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যা জলদি গিয়ে ঐ প্রফেসরের মেয়েকে যেখান থেকে পাস খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আয়... নইলে তোর একদিন কি আমার তিন দিন!
এ্যাঁ ইয়ে যাই, সিএনজি ভাড়া দিবেন না বাসে লটকি দিয়া যামু ...?
হামা পালোয়ার অবশ্য মাল চালু আছে! দশ মিনিটেই রিনির পিছু নিল! রিনি তখন 'বিপার' দিয়ে তার বাবার টাইম ট্রাভেল রিস্টওয়াচটা খুঁজে বেড়াচ্ছে!!
WANTED
পেয়েছি... বিপ দিচ্ছে...
বিপ্ বিপ্ বিপ্
ছায়া পালোয়ান!

ওদিকে পার্কে বসে সেই স্পন্দিত হৃদয়... মানে উন্মাদ মোতাব্বিরের কাণ্ডর লাল ছা খাচ্ছিল আয়েশ করে! এই সময় রঙ্গ মঞ্চে আরেক স্পন্দিত হৃদয়... এসে হাজির!!
এরই মোতাব্বির উম্মাদের টিয়া ন লইস... হেতে আঁর ফেয়ারের লোক...বুইজ্জতনি?
এরই কাণ্ড আমনে কি কন হেতের কত টিয়া বাকি ফইচ্ছে হেই হিসাব আছেনি কোনো??
?
এই যে পেয়েছি! রিস্টওয়াচটা এখানেই আছে ...!?
এই যে জলদি আমার বাবার ঘড়িটা বের করুন বলছি, নইলে...
বাবার ঘড়ি মানে? কি বলছেন?? নইলে কি করবেন ...???
নইলে কি হবে দেখতে চান? ঐ দেখুন পাশের ফ্রেমে আপনার ছবির অবস্থা!!
কাকের ঠ্যাং! বকের ঠ্যাং!!
সর্বনাশ! এই নেন আপনার ঘড়ি!?

ঘড়ি হাত বদল করতে গিয়ে অতীত অপশনে গ্রুপ বাটনে চাপ পড়ে গেল হঠাৎ...
তারপর আরকি গ্রুপ ধরে তিনজনই ছুটতে লাগলো অতীতের দিকে...
উউউউউ...উউউ...উউ!!
ওরে বাপরেএএএ...!!
তারপর ওরা দুজন আলাদা হয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল জুরাসিক যুগের সেই রিনির পেট এর মা ডাইনোসরটার সামনে ...!
সর্বনাশ এটা আমার পেট এর মা ডাইনোসরটা... এখন কি হবে??
কি হবে জানতে হলে প্রিয় পাঠক আপনাকে কিনতে হবে উন্মাদ কমিকস এর প্রথম প্রকাশনা ' টাইম ট্রাবল' ইয়ে হে হে এটা আসলে একটা সিক্যুয়াল এ্যাড!!!
গররর...রর...

শার্ক হোমস

কার্টুন- শাহাদ

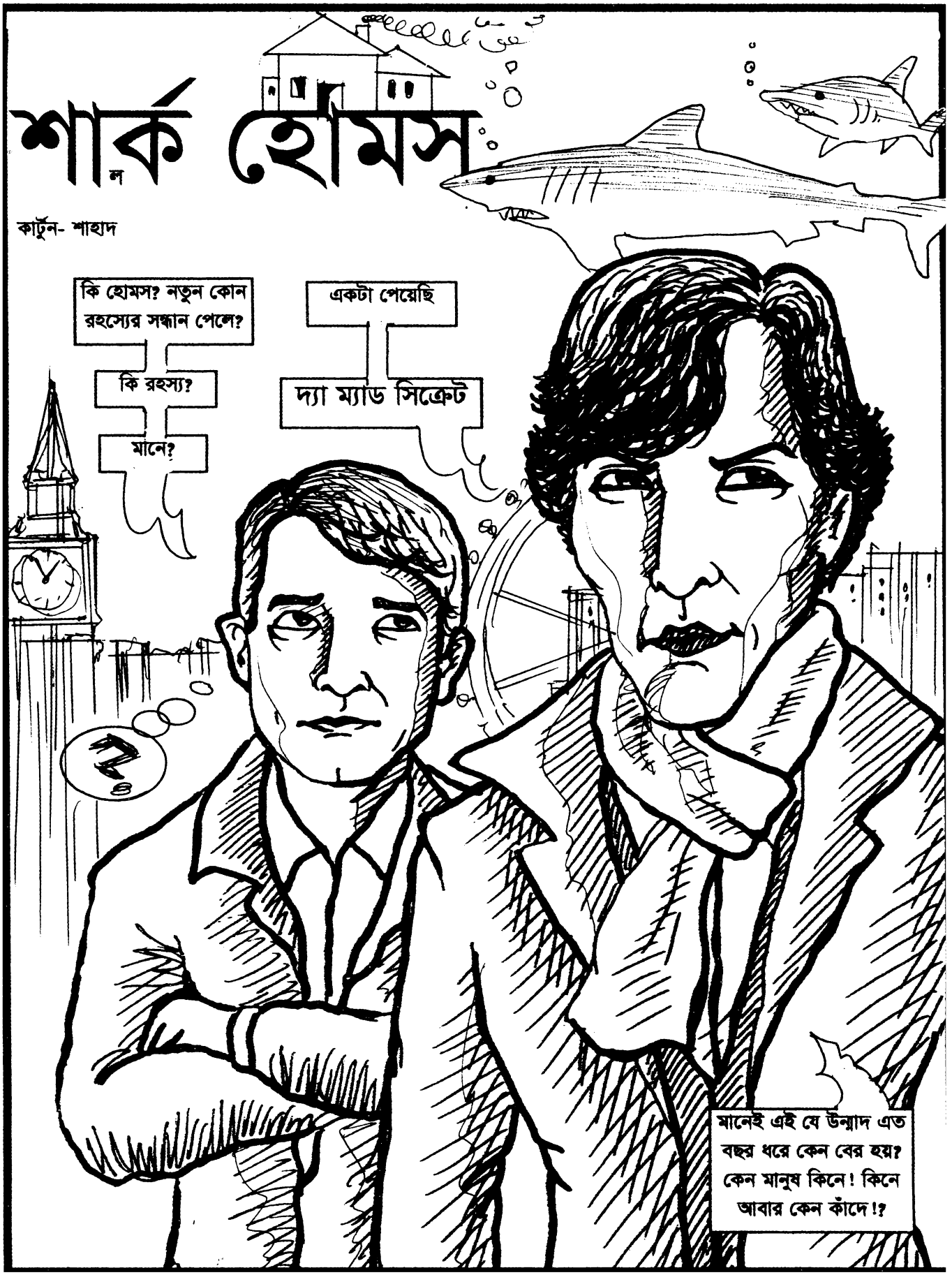

আমার মনে হয় এই রহস্যভেদ করতে মাইক্রোফট এর কাছে যাওয়া দরকার জানো বোধ হয় সে আমার বড় ভাই
মাইক্রফট তোমার বড় ভাই তা জানতাম না
তবে তোমার পিসির মাইক্রোসফট ক্রাশ করেছে সেই সঙ্গেএই কেসের সব ফাইলও ক্রাশ করেছে...সেটা এই মাত্র জানলাম
মাইক্রফট আশা করি তুমি এবার মুখ খুলবে...
বটে সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলে বাঁকাতেই হবে
আমি আমার গবেষনাপত্রের মুখবন্ধ লিখছি মুখ খুলি কি করে?
আরে বেয়াকুফ ঘি'র ডিব্বায় ডালডা রাখলে ঘি উঠবে কিভাবে শুনি? শোন কার্লোস আইল্যান্ডে যাও...ওখানেই সব রহস্যের কিনারা করতে পারবে আশা করি...
যাওয়ার আগে আমার কনসালটেন্ট ফি'টা দিয়ে যেতে ভুলো না

হায়! হায়!!...ওয়াটশন সর্বনাশ হইছে!?
আরে আপন বাবাতো বোন!
কি সর্বনাশ? তোমার বোনই আসলে ভিলেন? কেমন বোন বলতো? চাচাতো না মামাতো বোন?
সে ঐ দ্বীপের কারাগারে বন্দি থেকেও কলকাঠি নাড়ছে!
কিভাবে?
সম্মোহনের মাধ্যমে
সূরের মূর্ছনায় আমি ওদের সবাইকে সম্মোহন করব...
ম্যাডাম সবাইকে করার দরকার নেই আগে এই সিরিয়ালের ডিরেক্টরকে জলদি করেন
কেন?
আরে কাহিনী ঝুলে যাচছে না? ওকে সম্মোহন করে ওকে দিয়ে অন্য চালু সিরিয়াল শুরু করেন
মাই ডিয়ার ওয়াটসন আমি রহস্যের দারপ্রান্তে চলে এসেছি
তা এই দার খুলবে কখন?
এই দার জীবনেও খুলবে না...দারের অন্যপ্রান্তে পাবলিক টয়লেট
হাঃ হাঃ দারুন বুদ্ধি...

মাই ডিয়ার সিস্টার তুমি সুরের মূর্ছনায় সবাইকে সম্মোহন করতে পারলেও আমাকে পার নাই
কারণ তুমি আগের মতই 'ডাম্ব' আছ শার্লক
শার্লক বাদ দাও এইসব রহস্য রোমাঞ্চ... এর চেয়ে চল দুই ভাই মিলে হাউস বিল্ডিং এর ব্যবসা করি তোমার নামেতো 'হোম' আছেই...
কি বলছ ওয়াটসন? তীরে এসে তরী ডুবাতে বলছ? এর চেয়ে যদি বলতে...
কি বলতাম?
সর্বনাশ ওটা কে?
ঐ আসল ভিলেন!
না মনে হয় মিউজিক ডিরেক্টর!
কাম সারছে এখন কি ওর মিউজিক শুনতে হবে?
রণে ভঙ্গ দাও... তাহলে এভাবে দৌড়ে ভাগতাম!

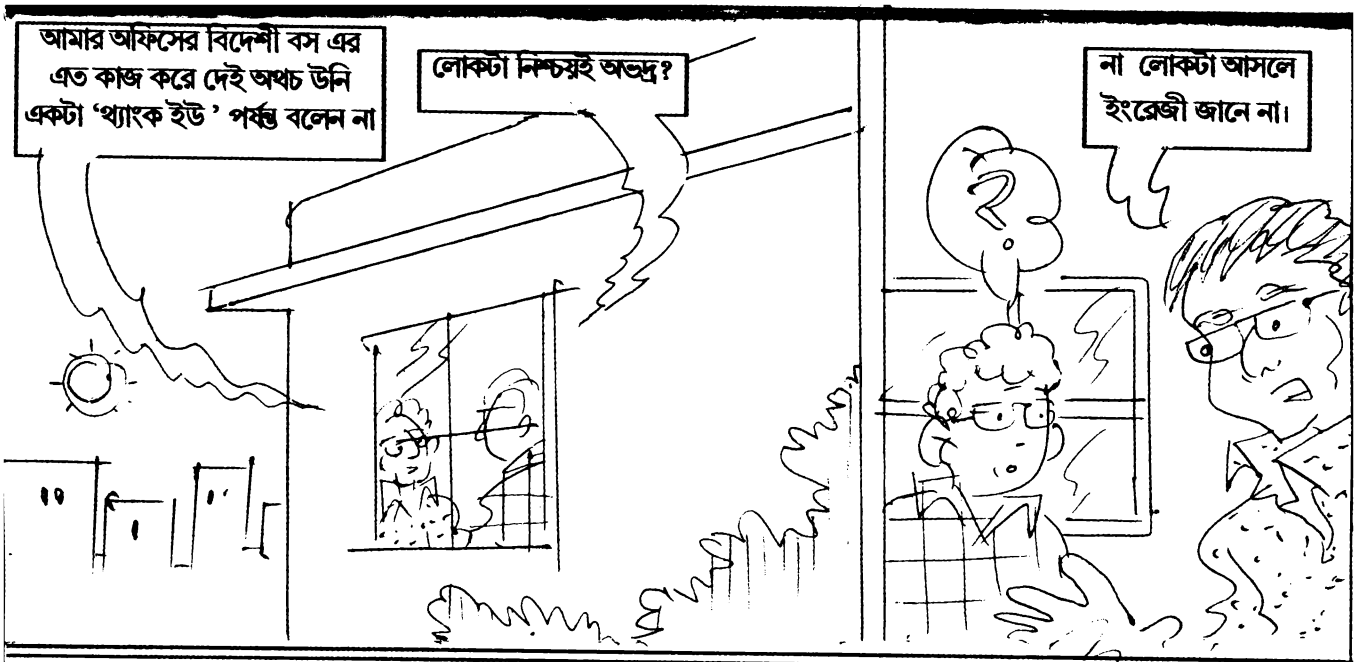

উন্মাদ দৃষ্টিতে

নানান রং

লেখা- জয়িতা • আঁকা- আহসান হাবীব

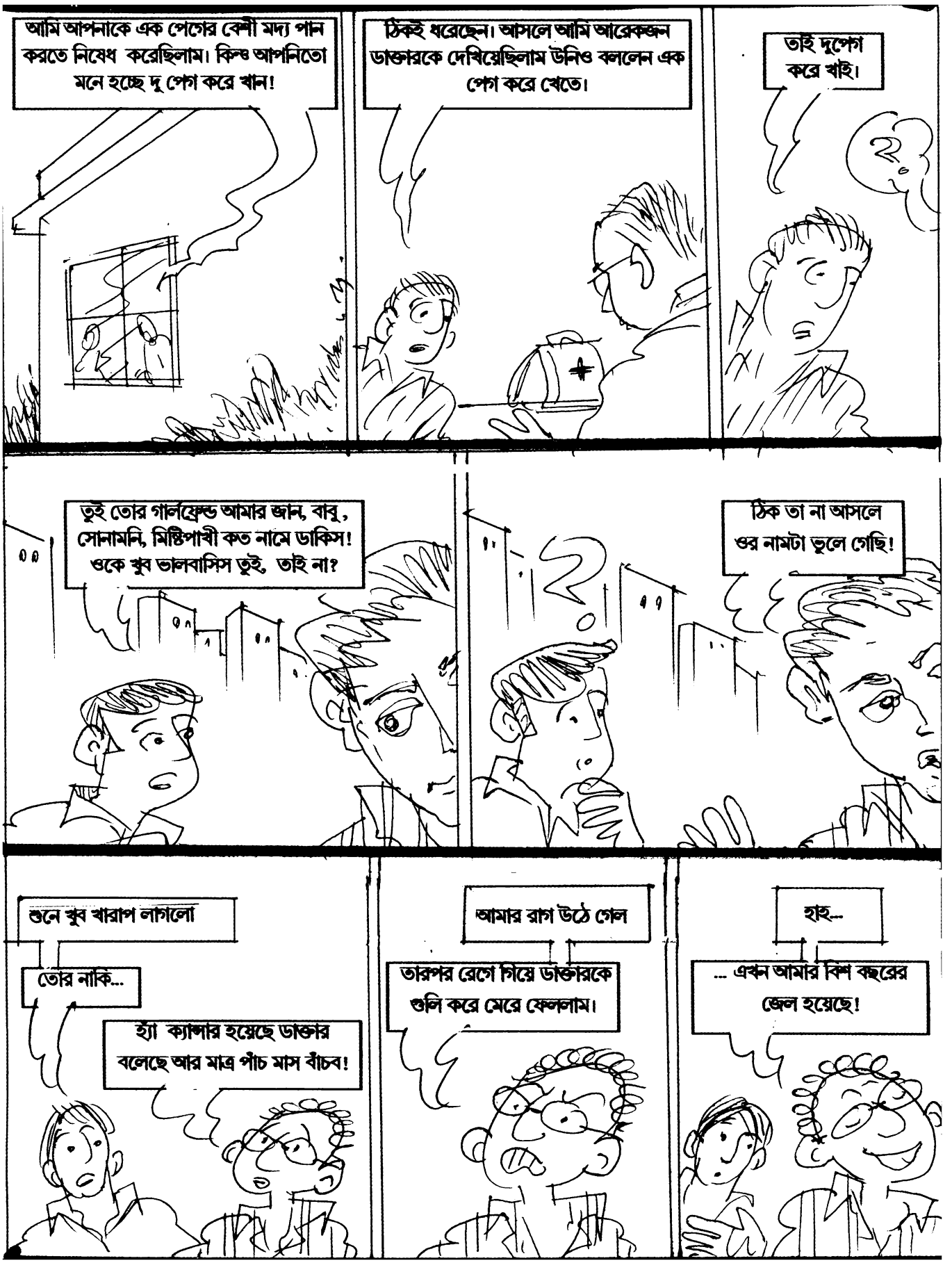
আমি আপনাকে এক পেগের বেশী মদ্য পান করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আপনিতো মনে হচ্ছে দু পেগ করে খান!
ঠিকই ধরেছেন। আসলে আমি আরেকজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম উনিও বললেন এক পেগ করে খেতে।
তাই দুপেগ করে খাই।
হু
তুই তোর গার্লফ্রেন্ড আমার জান, বাবু, সোনামনি, মিষ্টিপাখী কত নামে ডাকিস! ওকে খুব ভালবাসিস তুই, তাই না?
ঠিক তা না আসলে ওর নামটা ভুলে গেছি!
শুনে খুব খারাপ লাগলো
তোর নাকি...
হ্যাঁ ক্যান্সার হয়েছে ডাক্তার বলেছে আর মাত্র পাঁচ মাস বাঁচব!
আমার রাগ উঠে গেল
তারপর রেগে গিয়ে ডাক্তারকে গুলি করে মেরে ফেললাম।
হাহ...
... এখন আমার বিশ বছরের জেল হয়েছে!

স্যার দোকানের ভিতরে স্মোক করা যাবে না
কিন্তু সিগারেটতো আপনাদের এখান থেকেই কিনলাম
আমরাতো টয়লেট পেপারও বিক্রি করি সেক্ষেত্রে বড় কাজটাও এখানে করতে চান?
ধর এক লোকের খুব চোখ খারাপ তার উপর তার দুটো কান কেটে ফেলা হল তাহলে কি হবে তার?
কি আর হবে, অন্ধ হয়ে যাবে
কিভাবে?
বাহ পাওয়ারের চশমা পড়রে কিভাবে?
মা তোমাদের ব্যবহারে মনে হচ্ছে আমি আসলে তোমাদের পালক সন্তান
না ভুল কথা। তোকে পালক নিবে এমন পরিবার এখনো খুঁজে পাই নি আমরা!

প্রকাশক

তামান্না সেতু

সব্যসাচী প্রকাশনার ভবদা আমাকে অনুরোধ করেছে একটি প্রেমের গল্পের পান্ডুলিপি দেওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য ২০১৭ অমর একুশে বই মেলায় গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা।

নতুন লেখকদের বই বের করতে টাকা পয়সা লাগে। আমার সেটা লাগছে না তো না-ই,, উপরন্তু প্রকাশ,ক যেচে এসেছেন পন্ডুলিপি নিতে। আমি আনন্দে আত্নহারা। আত্নহারা অবস্থায় কথা দিয়ে দিলাম, ‘ অবশ্যই পান্ডুলিপি দেবো। যেমন চান তেমন দেবো। বলেন কি ধরনের লেখা চান?’ ভাবভঙ্গি এমন যে , যেকোনো বিষয়ে দুই- চারশ’ পাতা লিখে ফেলা আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না। ভবদা খানিক্ষণ থম ধরে থেকে বললো, ‘ বিষয় দিলেই লিখে ফেলবেন?’

আমি হাসি মুখে বললাম, ‘ ইনশাল্লাহ। আল্লাহ ভরসা।’

ভবদা থম ধরা অবস্থা থেকে বের হলো না। ভরসাও তেমন করলো বলে মনে হলো না। নিরচু গলায় বললো, ‘ প্রেমের গল্প লেখেন। আপনি বেশ কিছু প্রেম টেম করেছেন বলে শুনেছি। পোলাপান প্রেম টেম খায় ভালো।

ঘটনা সত্য। প্রেম আমি কিছুসংখ্যাক করেছি। সেই সকল প্রেমিক এবং প্রেমের প্রতি আমি ভীষণরকম ইমোশনাল এখনও। সেই ঘটনাকে কেউ ‘ প্রেম-টেম’ বলে অসন্মান করবে বিষয়তো এতো সস্তা না। প্রতিটি প্রেম আমার কাছে সমান গুরুত্বের।

দিন দশেক আগে আমার প্রথম প্রেমিককে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন না বলে দুঃস্বপ্ন বলা ভালো। প্রথম প্রেমিক এখন বিবাহিত এবং দুই সন্তানের পিতা বলে নাম উল্লেখ করছি না। যাই হোক, স্বপ্নে দেখলাম সে একটা হুইল চেয়ারে বসা। এক্সিডেন্ট করে পা কাটা পড়েছে। তার স্ত্রী পঙ্গু স্বামীকে ফেলে চলে গেছে। স্বপ্ন দেখে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘুম ভেঙেছে। পাশে শোয়েব (আমার স্বামী) ঘুমাচ্ছিল, তাকে কাদতে কাঁদতে ডেকে তুলেছি। সে অবশ্য ঘুমের ঘরে আমার কান্নাকাটিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। আমি প্রায়ই ঘুমের ভিতর কাদি। শোয়েব কান্না টের পেলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে আবার ঘুমিয়ে যায়। তার ভাষ্য এই ধাক্কার কাজটা সে অত্যন্ত নরম ভঙ্গিতে করে। এ বিষয়ে আমার সামান্য সন্দেহ আছে। স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙার ঘটনায় একদিন আমার মনে হল কে যেন আমাকে থাপ্পর মারছে। পরে আমি শোয়েবকে জিজ্ঞেস করলে সে মধুর হাসি দিয়ে বলেছে, ‘ ওটাও নিশ্চয়ই স্বপ্ন ছিল সোনা ...’। আমি তার মধুর হাসিতে ভুলিনি। এ বিষয়ে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাই হোক, প্রথম প্রেমিককে পঙ্গু অবস্থায় দেখে শোয়েবকে ডেকে তুলেছি। কাঁদতে কাঁদতে পুরো ঘটনা বর্ননা করেছি। সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। বলেছে,

‘ কেঁদোনা , দেখি খোঁজ নেওয়া, যায় নাকি তার।’

এ জাতীয় প্রেমকে কেউ ‘ প্রেম-টেম’ বললে বিরক্ত লাগার কথা। কিন্তু লেখক সমাজে প্রকাশকের ওপর রাগ হওয়া কবিরা গুনাহের সমান। সে জন্য ভবদা’র ওপর রাগ হইনি। মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম প্রেম কাকে বলে এবার আপনাকে বুঝিয়ে ছারবো ...’ । এছাড়া তার বক্তব্যে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের প্রতি এক ধরনের ব্যাঙ-সূচক ভাবও বিদ্যমান ছিল। , ‘ পোলাপান প্রেম-টেম খায় ভালো।’ এই কথা দিয়ে সে কি বুঝাতে চাইলো?

আমি গলায় বিরক্তি চেপে রেখে বলেছি, ‘ আচ্ছা দোবো প্রেমের লেখা।’

আমার নিজেরও বিশ্বাস ছিল গোটা দশেক প্রেম করেছি নিশ্চয়ই। সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেললেই হবে। লিখতে বসে বিপদ হলো। কোনো প্রেমকেই প্রেম মনে হচ্ছে না। সকল প্রেমকেই ভবদা’র ভাষায় টেম মনে হয়। কিশোরী বয়সে কোনো এক অজানা যুবকের হাসির আওয়াজে আমার বুক ধড়ফড় করতো। পাতার পর পাতা চিঠি লিখেছিতাকে। কিন্তু সহস করে দেওয়া হয় নি। সেই কাহিনি প্রেম হয় কি করে?

প্রকাশক ধাক্কা ধাক্কি করে। আমি এক কলামও লিখতে পারি না। ফেসবুকে বসে বসে এর ওর প্রেমের গল্প পড়ি এই আশায়, কিছু যদি নিজের জীবনে মনে পড়ে।

এমতাবস্থায় একদিন জমে থাকা পুরোনো ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট চেক করছিলাম। কাউকে এ্যাড করি, কাউকে বাদ দেই । হঠাৎ একটা রিক্যুয়েস্টে চোখ আটকে গিয়েছিল। একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক। নাম, থাক না বলি। ভদ্রলোকের চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। কাঁচা -পাকা জুলফি। চোখে কালো দামি চশমা। রিক্যুয়েস্ট একসেপ্ট করতেই তিনি ‘ ধন্যবাদ’ জানিয়ে একটি ম্যাসেজ দিলেন। আমি লিখেছিলাম ‘ আপনাকেও’

দু’ দিনের ভিতর প্রেমের গল্প ভুলে গেলাম। সারাদিন ভদ্রলোকের সাথে গল্পগুজব করি। তিন দিনের মাথায় ভদ্রলোক আমাকে প্রপোজ করলেন। আমি আনন্দে আটখানা। ভাবলাম, যাক এবার অন্তত একটা প্রেমের গল্প লেখা যাবে। ভদ্রলোকের নাম ধরে নেই ‘রেজা’। নাম ছাড়া গল্প লেখা মুশকিল। রেজা যা কিছু ভালোবেসে আমাকে লেখে তার পুরোটাই আমি কপি করে আমার প্রেমের গল্পে জুড়ে দেই। গল্প লেখা এগুচ্ছে আমার, আমি আনন্দিত। এক সময় খেয়াল করলাম গল্টা বড় এক পেশে হয়ে যাচ্ছে। কারণ কথা যা বলার রেজাই বলে। আমি কপি করে গল্প লিখি। মাঝে মাঝে নিজে কিছু বলার চেষ্টা করি, চেষ্টা তেমন ফলপ্রসু হলো না।

রেজা সমাজের পরিচিত একজন। তারও দুটো সন্তান আছে। প্রেম করে বিয়ে করেছিল বছর পঁচিশেক আগে। সে প্রেম সংসারের বাস্তবতায় ভেসে গেছে। তবুও সামাজিকতার দায় মুক্তি দেয় না পারিবারিক প্রথা ভাঙার। রেজার প্রতি আমার এক ধরনের মায়া জন্মাচ্ছিল। মায়া জন্মানোর কারণ অপরাধবোধ। মনে হচ্ছিল, শুধু একটা গল্প লেখার কারণে একজন মানুষের জীবনে নিয়ে এভাবে খেলা ঠিক হচ্ছে না।

ইলাস্ট্রেশন- তানজীম আহমাদ

অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া অপরাধবোধ থেকে মুক্তির দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। তাই এক ঝুম বৃষ্টির দিনে গিয়েছিলাম রেজার সাথে দেখা করে ওর সামনে বসে অপরাধ স্বীকার করে নিতে।

রেজা মাথা নিচু করে বসেছিল। ঠিক সে সময় রেজা বলে উঠলো, ‘ তুমি ভীষণ ভালো মেয়ে।’

আমি একটু হেসে বললাম, ‘ তুমিও ভালো মানুষ।’

আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কোন কারণে রেজা মাথা নত করে আছে। আমি না হয় লেখক হওয়ার বাসনায় করেছি এক অপরাধ। সে কেন বিষন্ন? তাহলে কি সে আমার অপরাধের খবর টের পেয়েছে কোনোভাবে?

আমি মরমে মরে গিয়ে একবার তার দিকে তাকাতেই সে দুঃখিত মনে যা বললো তাও এ রকম, ‘ শোনো জীবনে তো অনেক সন্মান পেয়েছি তারপরও শেষ বয়সে এসে আমার লেখক হতে মন চেয়েছিল। কিন্ত গল্প লিখেও ফেলেছিলাম। প্রকাশকরা পছন্দ করলো না। বলে , প্রাণ নেই লেখায়। লেখাগুলো নাকি জীবন্ত নয়। নিজের পেরিয়ে আসা জীবনের গল্প নিজেরইতো ভালো মনে নেই। তাই ভাবলাম এখন যদি কোনো প্রেম সামনে এসে পড়ে তবে হয়তো অনুভূতিগুলো আবার জেগে উঠবে। হয়তো জীবন্ত কিছু লিখতে পারবো। আর তাই ... ।

আমি ঝিম ধরে বসেছিলাম। রেজা আকুল হয়ে বসে আছে সামনে, ক্ষমাপ্রার্থী । আমি বিষন্ন হওয়ার ভাব ধরলাম, চোখে মুখে প্রচন্ড ঘৃনা ফুটিয়ে বললাম, ‘ পুরুষরা এমনই হয়। আমি জানতাম। ছিঃ রেজা ছিঃ।’ ছিটকে বেরিয়ে এলাম কফি শপ থেকে ।

ফিরে আসার সময় একবার শুধু ঘাড় ঘুড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম ‘ তোমার প্রকাশকের নামটা কি বলবে?’

রেজা উদাস গলায় বললো ‘ ভব। পুরো নাম শতাব্দী ভব...।’

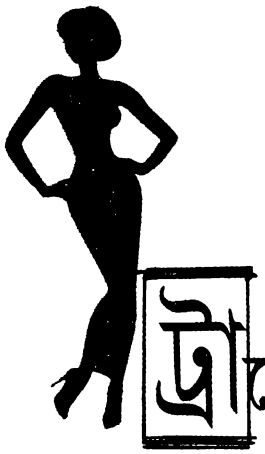

ট্রাভেল এন্ড ফ্যাশন

প্রকাশনার এক যুগ পার হয়ে ১৩তম বর্ষে ভ্রমণ ও ফ্যাশন বিষয়ক ম্যাগাজিন

আপনিও লিখুন...

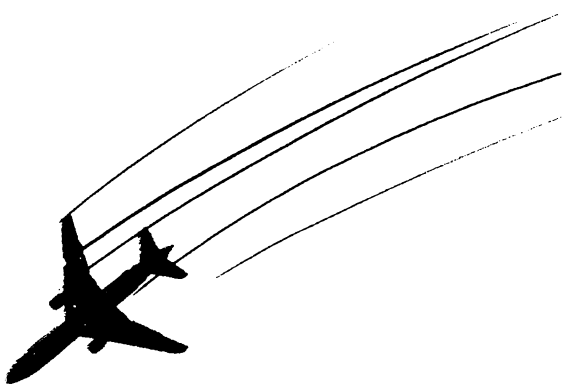

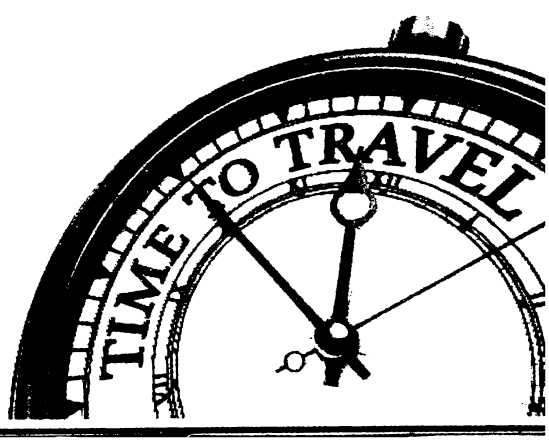

কনফেশন বক্সের সামনে কিছু চরিত্র!
কার্টুন- তানজীম আহমাদ
কী আইডিয়া- অর্পন দাশগুপ্ত
গতকাল হাইজ্যাকার ধরেছিল। তবে মানিব্যাগে মাত্র দশটাকা (স্কচ টেপ মারা) ছিল...এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
হু.
এক অন্ধ রাস্তা পার হতে চায় নি তারপরও ভালো কাজ মনে করে তাকে জোড় করে রাস্তা পার করিয়ে... এখন এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
হু.
এই সেলফি যুগে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলেছি আমি আর আমার দুই বান্ধবী এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
হু.

গত সপ্তাহে ঘুষ ছারাই এক অফিস থেকে একটা জরুরী ফাইল বের করেছি... এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
?
ইয়ে... আমি গত সংখ্যা কারেন্ট উন্মাদ পড়ে হেসে ফেলেছিলাম! এখন অপরাধবোধে ভুগছি...!
?
ইয়ে... জনাব আমার ফেসবুকে শত শত লাইক পড়ে। আসলে আমার নিজেরই চার-পাঁচটা ফেক ফেব আইডি আছে। নিজেই নিজের স্ট্যাটাসে লাইক দেই। এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
?
উন্মাদ হাসির হয় না তারপরও প্রতি মাসে বের করছি ... এখন অপরাধবোধে ভুগছি!
?

কার্টুন- সিধু রাংসা

...বস যখন

বস যখন...

কার্টুন- সিধু রাংসা

গাইড লাইনঃ

রাত বারোটা'র পর স্বামীরা ঘরে ফিরলে স্ত্রী'রা কি বলে

কার্টুন- ইশমাম

পুলিশের স্ত্রী

ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট! এখন তোমাকে রিমান্ডে নিয়ে 'বেধড়ক' জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

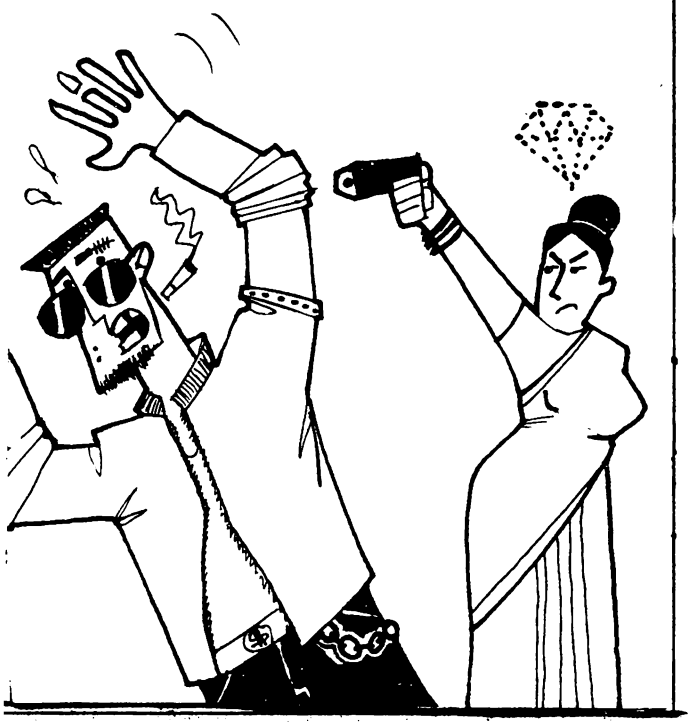

অফিসারের স্ত্রী

সংসার চলে না তাই কি অফিস পাড়ায় নাইটগার্ডের পার্ট টাইম চাকরী নিস? ডিউটি শেষ করে ফিরলে...?

ডিজিটাল যুগের স্ত্রী

বাসর রাতেও রাত বারোটা বাজিয়ে ঢুকলে? কি বিড়াল খুঁজে পেলে না? বিড়াল না চল আজ আমিই বাঘ মারব!

গাইড লাইনঃ

রাত বারোটা'র পর স্বামী'রা ঘরে ফিরলে স্ত্রী'রা কি বলে

কার্টুন- ইশমাম

ডাক্তারের স্ত্রী

কি চেম্বারের সব রোগীকে দেখে প্রেসক্রিপশন করে যার যার বাসায় পৌছে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে...তারপর ঘরে এসেছ?

কম্পিউটারের প্রোগামারের স্ত্রী

রাত দশটার মধ্যে যে বাসায় ঢুকতে হবে এইটা কি মাথায় লোড করা নাই? বাসায় টাইমলি ঢোকার প্রসেস রেন্ডারিং হইতে এত সময় লাগে কেন?

উন্মাদের স্ত্রী

রাত বারোটায় আইসা খাটের নিচে পলাইছ, ঐখানেই থাক। দাড়াও, করাত দিয়ে এখন খাটের চার পায়া কেটে খাটের উপর নৃত্য করব!

একদিন/ কার্টুন- পাবাল

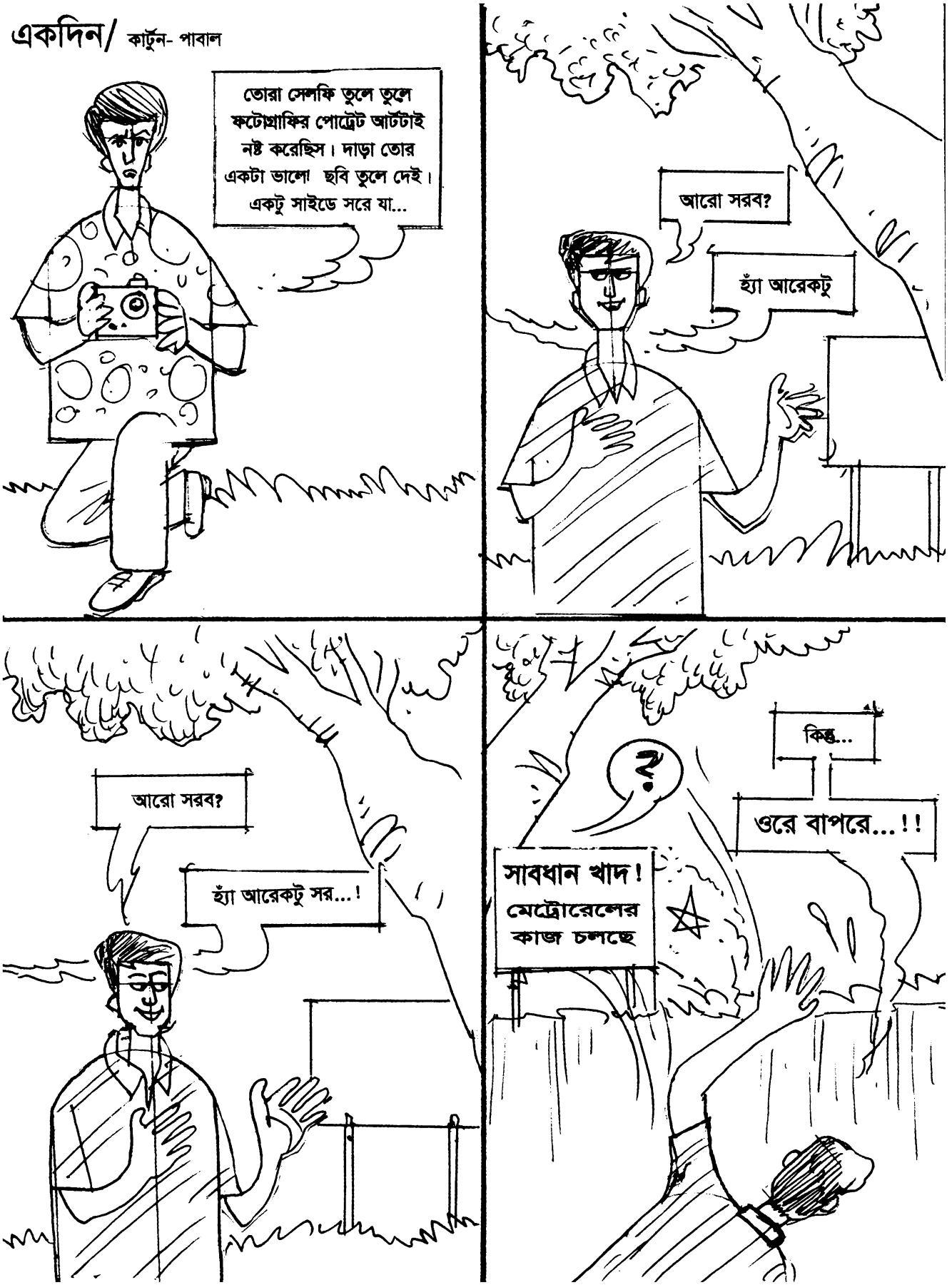

প্রযোজনা-গুগোল চৌধুরী, নেট মিত্র ও ফেসবুক আলী

কোলাজ কার্টুন

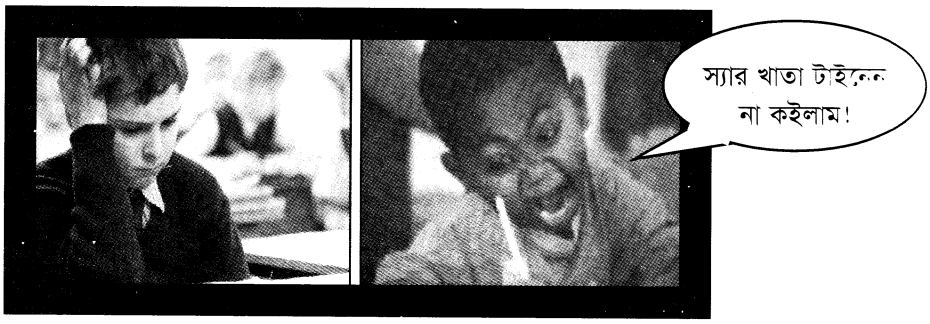

পরীক্ষার শুরুর পাঁচ মিনিট! এবং শেষ পাঁচ মিনিট!!

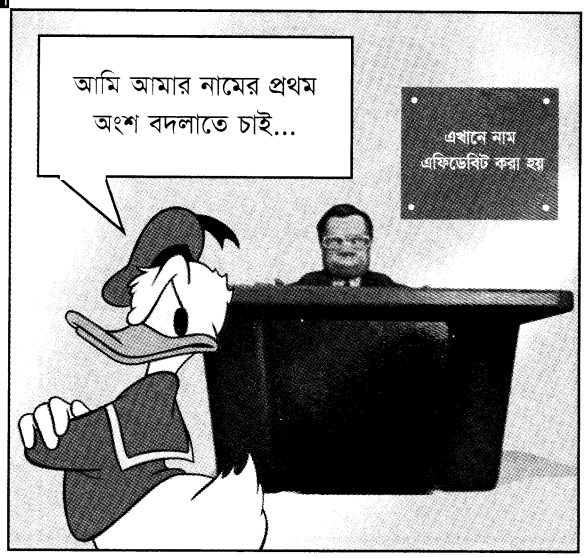

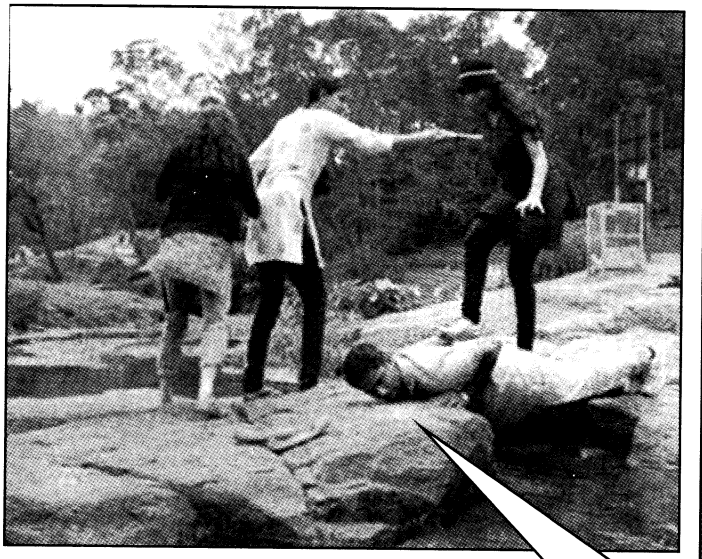

দেইখো এই মানব সেতুর ছবি আবার ফেস বুকে দিও না! তাইলে কইলাম তোমরা সবাই ফাঁসবা...

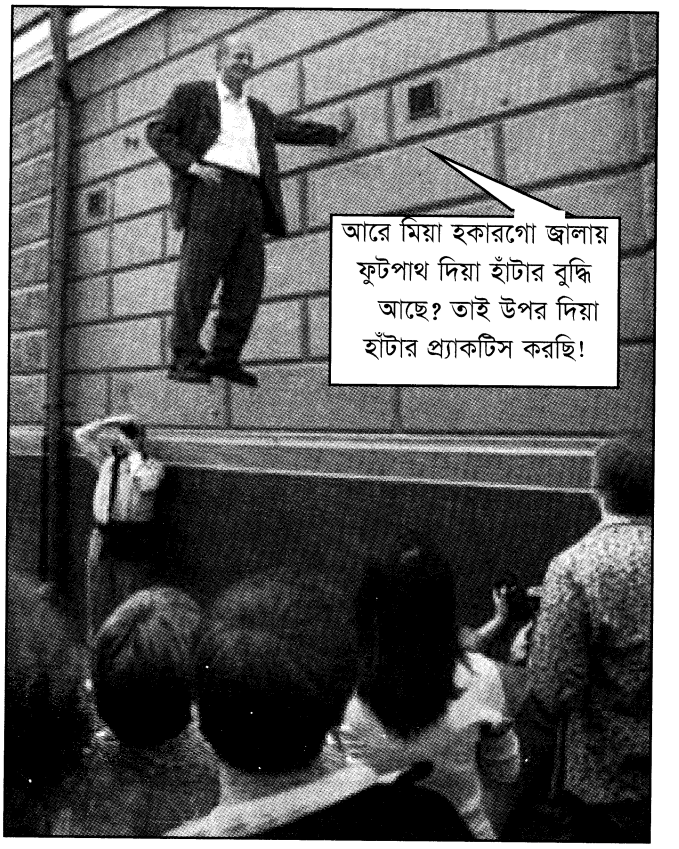

আরে মিয়া হকারগো জ্বালায় ফুটপাথ দিয়া হাঁটার বুদ্ধি আছে? তাই উপর দিয়া হাঁটার প্র্যাকটিস করছি!

কি কইলা বাসায় এক ফোটা পানি নাই?

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নাই। দাঁতেরতো বারোটা বাজাইছো! এখন থাইকা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা দিয়া দাঁত মাজবা...

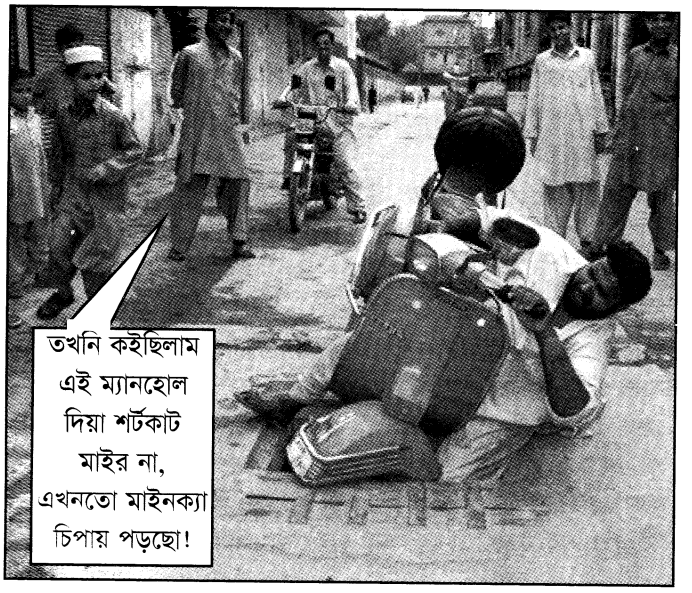

তখনি কইছিলাম এই ম্যানহোল দিয়া শর্টকাট মাইর না, এখনতো মাইনক্যা চিপায় পড়ছো!

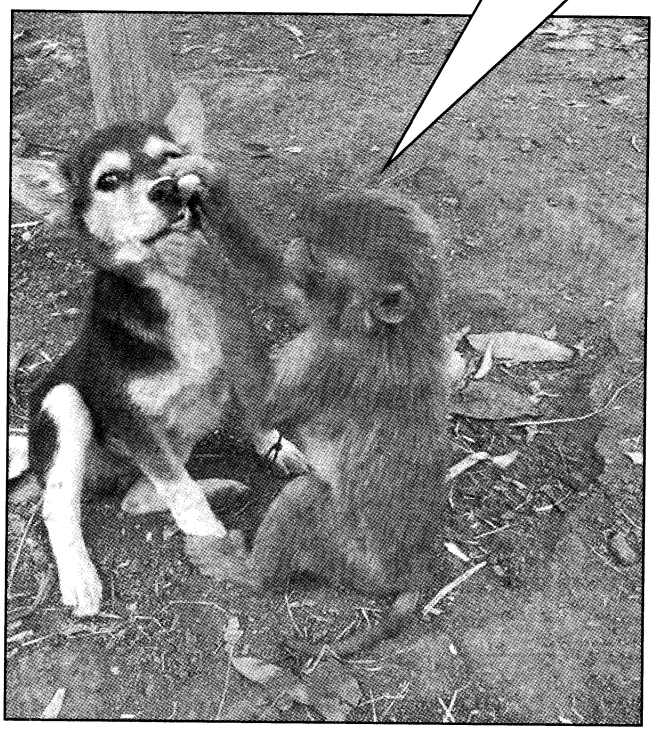

রুহামের আম্মুঃ রোমেন, আজকে তুলিকে (আমার বন্ধু নাভিদের স্ত্রী) ফোন দিয়েছিলাম। বলেছি শুক্রবার সকাল সকাল চলে আসতে।
আমিঃ কী বলল ভাবী?
রুহামের আম্মুঃ বলল, দেখি আমার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে।
'দেখছ! নাভিদটাও সাহেব হয়ে গেল। আমিই কিছু হতে পারলাম না' বলে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। আলোচনায় রুহাম ঢুকে পড়ল
রুহামঃ বাবা!
আমিঃ বল।
রুহামঃ আম্মু তোমার থেকে ছোট। তাই না?
আমিঃ হু।
রুহামঃ আম্মু তাহলে তোমাকে 'রোমেন' ডাকে কেন?
রুহামের আম্মুঃ (হেসে) তাহলে কী ডাকব? 'রোমেন ভাই'?
রুহামঃ (একটু ভেবে) 'রোমেন হাজবেন্ড' ডাকতে পারো!

□

ল্যাপটপের সিডি ড্রাইভে অনেক দিন ধরেই অনন্যার গাওয়া নজরুলের গান 'প্রেম যমুনার তীরে' ঢোকানো আছে। মাঝে মাঝেই এটা থেকে গান শুনি। আজকেও শুনছিলাম। বললাম
আমিঃ আহা, মেয়েটা কী সুন্দর গান করে!
রুহামঃ বাবা, মেয়েটার নাম কী?
আমিঃ ওর নাম 'অনন্যা'।
রুহামঃ অ-ন-অ-ন-না! ওর নাম এরকম কেন?
আমিঃ কী রকম?
রুহামঃ এই যে 'অন' আবার 'অন না'। 'অন' মানে তো 'অন' আর 'অন না' মানে 'অফ'। 'অন অফ' কারো নাম হয়!
আমি 'চুপ কর' বলে ধমক দিয়ে 'অফ' করালাম এই ইঁচড়ে পাকাকে।

□

একদিন স্কুল থেকে ফিরে
রুহামঃ জানো আম্মু, আরহাম না এখন টাউন হল সিক্সে...
রুহামের আম্মুঃ তাহলে তা বেশি দূরে না। টাউন হল থেকে ইকবাল রোডের স্কুলে আসতে বেশি সময় লাগে না!
আমিঃ কোনদিক দিয়ে যায় রে? টাউন হল কাঁচাবাজারের ঐ মুরগির দোকানগুলোর সামনে দিয়ে নাকি?
রুহামের আম্মু আর আমার প্রশ্ন শুনে রুহামের মুখে স্পষ্ট ভাব 'এইসব কী বোকার মত প্রশ্ন করছো?'
রুহামঃ এইটা তো ঐ টাউন হল না।
আমিঃ তাহলে কোনটা?
রুহামঃ টাউন হল সিক্স হলো 'ক্যাশ অব ক্যান'-এর সিক্সথ লেভেল।
আমিঃ ও!
রুহামের আম্মুঃ ও!
ভিডিও গেমস, ট্যাব আর প্লে স্টেশনের এই আমলে ব্যাকডেটেড প্যারেন্টস হওয়ার আরো অনেক যন্ত্রণা অপো করছে বুঝতেই পারছি।

□

সেবারই রুহামের প্রথম বাংলাদেশে ঈদ। ঈদের দিন মুরুব্বীদের সালাম করে মোটামুটি ভালো টাকাই রোজগার হয়েছে রুহামের। টাকা একটা দরকারি জিনিষ এটা বুঝলেও টাকার পরিমাণমূল্য বুঝতে পারে না রুহাম। যে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়েছে তার থেকে তাকেই বেশি পছন্দ যে তাকে পাঁচটা দশ টাকার নোট দিয়েছে। ঈদের কয়েকদিন পরেই রুহামের আম্মু রুহামকে পড়তে বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে।
রুহামের আম্মুঃ রুহাম, বই নিয়ে পড়তে বস।
রুহামঃ এখনই!... আরেকটু খেলি?
রুহামের আম্মুঃ তোর কী হবে রে রুহাম?
রুহামঃ কেন?
রুহামের আম্মুঃ এই যে তুই পড়তে চাস না! তুই যদি পড়ালেখা না করিস তাহলে বড় হয়ে চাকরি বাকরি পাবি না। তোর টাকাও থাকবে না।
রুহামঃ অ
রুহামের আম্মুঃ তাহলে তুই গাড়ি কিনবি কীভাবে?
রুহামঃ (একটু ভেবে) কেন, সালাম করে!

□

প্রতিরাতেই ঘুমের আগে আমি আর রুহাম বাপ-বেটা দুজনে কিছু সময় পুট পুট করে গল্প করি। গতরাতে কিছুক্ষণ তার সদ্য শেখা ফ্রেঞ্চ থেকে আমাকে 'জুমাপেল' 'ইলসাপেল' 'এলসাপেল' আরও কী কী শেখালো। এরপর জিজ্ঞেস করলো
রুহামঃ আচ্ছা বাবা, ডোন্ট (Don't) লেখার সময় 'এন' (n) আর 'টি' (t)-এর মাঝখানে যে কমা (,) দেয় সেটা উপরের দিকে দেয়

কেন?
আমিঃ (মজা করে বললাম) দুষ্ট বাচ্চাগুলো তো Don't বললেও নিষেধ শোনে না। 'কমা' নিচে রাখলে টানাটানি করে নিয়ে নিতে পারে। তাই ওদের নাগালের বাইরে রাখে।
রুহামঃ কিন্তু উপর থেকে যদি পাখি অ্যাটাক করে!
আমিঃ তাহলে কী হবে, সেটা জানি না রে বাবা।
রুহামঃ সত্যি করে বল না! উপর আর নীচ দুই দিক থেকেই অ্যাটাক হলে কি 'কমা' মাঝ বরাবর রাখবে?
মজা করারও দেখছি অনেক জ্বালা!

□

আজকে আমাদের প্রিয় ছোট ভাই ডা. দস্তগীরের ছেলে হয়েছে। ছেলের বাবা মাকে শুভেচ্ছা। ছেলে হবে সেটা যেহেতু আগে থেকেই জানা সেজন্য দস্তগীর বেশ কয়েক মাস ধরেই আমাকে খোঁচাচ্ছে 'রোমেন ভাই, আমার ছেলের জন্য সুন্দর একটা নাম খুঁজে দেন'। নাম খুঁজে পাওয়া কি আর অত সোজা? নাম খোঁজায় রুহামের উদ্ভাবনা শক্তি ভয়ংকর। আমাদের পরিচিত কাপল মিতু আর শাকিলের ছেলে হল। রুহামকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছি বা"চা দেখতে। বাচ্চার নাম রাখা প্রসঙ্গ আসতেই রুহাম চটজলদি নাম প্রস্তাব করল
রুহামঃ ওর নাম 'মশা' রাখতে পারো।
রুহামের আম্মুঃ কী বলিস? মশা নাম রাখবে কেন?
রুহামঃ মিতুর 'ম' আর শাকিলের 'শা' মিলিয়ে রাখলে 'মশা'ই তো হয়।
রুহামের আম্মুঃ চুপ কর।
আমার বাসার লোকজনকে বাচ্চার নাম রাখতে বলা উচিৎ হবে না জানি তারপরও অফিস থেকে বাসায় ফিরে একদিন রুহাম আর রুহামের আম্মুকে বললাম দস্তগীরের ছেলের জন্য নাম খুঁজে দিতে
রুহামঃ আঙ্কেলটার নাম কী বাবা?
আমিঃ আঙ্কেলটার নাম দস্তগীর।
রুহামঃ বেবিটার নাম কি আঙ্কেলের নামের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে?
আমিঃ রাখলে ভাল হয়।
রুহামঃ দস্ত... দোস্ত... ওর নাম কি 'দোস্ত' রাখা যায়?
আমিঃ নাহ।
রুহামঃ বাবা, দস্তগীরের যে গীর আছে, ওটার সাথে মেলালে হবে?
আমিঃ হতে পারে।
রুহামঃ তাহলে বেবিটার নাম 'জাহাঙ্গীর' রাখতে বল।
আমিঃ এইটা পুরনো নাম।
রুহামের আম্মুঃ আমার তো দস্তগীরের সাথে মিলিয়ে 'কুস্তিগীর' ছাড়া কিছুই মাথায় আসছে না!
আমিঃ (রুহামের আম্মুকে উদ্দেশ্য করে) ফান কইরো না। দস্তগীর কিন্তু তোমাকে ভাল জানে।
(রুহামনামার এই পর্ব যেন দস্তগীরের স্ত্রীর নজরে না পড়ে এই দোয়া করছি।)

□

জাপানি ভাষায় বিদ্যুৎ চমককে বলে 'খামেনরি'। খামেনরি নিয়ে জাপানে একটা গল্প চালু আছে। গল্পটা এরকম- আকাশে যে মেঘ আছে তার উপরে থাকে 'খামেনরি দং'। খামেনরি দং হচ্ছে দৈত্য-দানোর মত কিছু একটা। ও যখন অনেক রেগে যায় তখন ওর মুখ থেকে আগুন বের হয়। সেই আগুনই হলো খামেনরি বা বিদ্যুৎ চমক। যখন খামেনরি হয় তখন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলে পেট ঢেকে রাখতে। খামেনরি হওয়ার সময় পেট উদোম থাকলে খামেনরি পেট খেয়ে ফেলে।
জাপানি বাচ্চারা ওদের বাবা মায়ের কাছ থেকে অথবা ডে কেয়ার থেকে এই গল্প শোনে এবং বিশ্বাসও করে। রুহাম ওর ডে কেয়ার থেকে এই গল্প শুনেছে আর আমি ওর কাছ থেকে শুনেছি। বিদ্যুৎ চমক হলে রুহামও তাই তাড়াতাড়ি গেঞ্জি টেনেটুনে পেট ঢেকে ফেলে আর আমাকেও ঢাকতে বলে।
রুহাম জাপান থেকে বাংলাদেশে চলে আসার কিছুদিন পরেই জাপানিজ ভাষা ভুলে গেছে। চারপাশ থেকে বাংলা শব্দ পিক করতে শুরু করেছে। একদিন বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। রুহাম গেঞ্জি দিয়ে পেট ঢাকতে ঢাকতে এসে বলল
রুহামঃ বাবা, তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসো।
আমিঃ কেন রে?
রুহামঃ দেখে যাও, বাদলবাতি হচ্ছে।
আমিঃ বাদলবাতি কী রে?
রুহামঃ বাদল বা-তি, চিনো না? বা-দ-ল বা-তি
রুহাম আমাকে টেনে বারান্দায় নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি বললাম 'বাহ রুহাম, তুই তো সুন্দর একটা নাম দিয়েছিস রে। বাদলবাতি'।
কার্যকারণ ইতিহাস রুহাম কোত্থেকে পেল জানতে হবে।

□

রুহামকে রাতে আলাদা রুমে ঘুমাতে দেয়ার প্রকল্পতো ব্যর্থই। শুধু রাতে ঘুমানোর সময়ই না, আমি বাসায় থাকলে দেখা যায় দিনেরও অধিকাংশ সময় আমি, রুহাম, রুহামের আম্মু তিনজন এক রুমেই আছি। একদিন রুহামকে বললাম
আমিঃ রুহাম, সবাই যদি এক রুমেই থাকবি তাহলে এত টাকা দিয়ে তিন বেডরুমের বাসা আমি কেন ভাড়া করলাম?
রুহামঃ (একটু ভেবে) বাবা, একটা কাজ করা যায়।
আমিঃ কী কাজ?
রুহামঃ আমি যখন বিয়ে করবো তখন 'ওর' ফ্যামিলিকেও এই বাসায় নিয়ে আসবো।
আমিঃ কী বলিস!
রুহামঃ হ্যাঁ বাবা। তখন তুমি আর আম্মু এক রুমে, আমি আর 'ও' এক রুমে আর 'ওর' বাবা আম্মু থার্ড বেডরুমে থাকবে। বাসা ভরে যাবে। কেমন? ভাল বুদ্ধি না?
আমিঃ হ্যাঁ বাবা, খুবই ভাল বুদ্ধি।
আমার পুত্র যে বুদ্ধি করেছে তাতে বাসা খালি খালি লাগার আর সম্ভাবনা নাই। আমি বিরাট আনন্দিত।

□

গুলশানের হলি আর্টিজানে যখন জঙ্গীরা নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করছে আমি তখন জাপানে। পরদিন যখন হত্যাকারী জঙ্গীদের পরিচয় জানা গেল এবং দেখা গেল তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত পরিবারের ছেলে তখন আমার ভেতরে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল। জঙ্গীরা আমাকেও মেরে ফেলতে পারে এই ভাবনার চেয়েও বেশি করে আমার মাথায় ঘুরতে থাকলো আমাদের একমাত্র ছেলে রুহাম যে জঙ্গী হয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি কী?

আরও দিন দশেক পরে দেশে ফিরে দেখি রুহাম এর মধ্যেই কারা জঙ্গী চিনে ফেলেছে। টিভিতে ছবি দেখে নিব্রাসদের কয়েকজনকে চিনতেও পারে। করণীয় নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে রুহামের আম্মুর সাথে আলোচনায় বসলাম। কী করা উচিৎ আমাদের? ঠিক হলো ছেলেকে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজের দিকে নিয়ে যেতে হবে। বই পড়া, ছবি আঁকা, গান শেখার মত বিষয়গুলোতে এনগেজ করতে হবে। ভেবে চিন্তে রুহামের আম্মু রুহামকে ফ্রেঞ্চ, মানে ফরাসি ভাষা শেখার স্কুলে ভর্তি করে দিল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম, যাক রুহাম পড়ালেখার পাশাপাশি অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। দুই সপ্তাহ ক্লাস করার পর একদিন ফ্রেঞ্চ ক্লাস থেকে রুহাম ওর আম্মুর সাথে ফিরলো

রুহামঃ আম্মু বাবাকে বলো, কি হয়েছে!

আমিঃ কী হয়েছে রে?

রুহামঃ আম্মু, বলো বলো!

রুহামের আম্মুঃ নাহ কিছু হয় নাই।

রুহামঃ নাহ, হয়েছে।

রুহামের আম্মুঃ কী আর হবে! বাঙালি বারো জন ফ্রেঞ্চ টিচারের একটা টিম ফ্রান্সে ঘুরতে গিয়েছিল। তারা ফিরেছে।

আমিঃ তো?

রুহামের আম্মুঃ ওদের একজন বলল...

রুহামঃ হ্যাঁ এইটা বলো

রুহামের আম্মুঃ ঐ যে, নিব্রাস আছে না! ও নাকি ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ঐ টিচারের ডাইরেক্ট ছাত্র ছিল।

আমিঃ খাইছে! বলো কী!

নতুন এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ খুঁজতে বের হতে হবে। কোথায় পাঠাবো?

□

পাশাপাশি শুয়ে রুহামের সাথে আমার রাতের ঘুমপূর্ব গল্প চলছে। আমি ওর পিঠে হালকা করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। রুহাম বলল

রুহামঃ বাবা, পিঠে হাত দিয়ে ঘষে দিলে সুড়সুড়ি লাগে কেন?

আমিঃ তুই বল

রুহামঃ ক্যালসিয়ামের অভাবে?

আমিঃ ক্যালসিয়ামের অভাব হলে কী হয়?

রুহামঃ ক্যালসিয়ামের অভাব হলে বোন্‌স নরম হয়ে যায় না? (টিভিতে হরলিক্সের বিজ্ঞাপন থেকে জেনেছে, নিশ্চিত)

আমিঃ হু।

রুহামঃ তখন বোন্‌সকে টাচ করলে মনে হয় বোন্‌স লজ্জা পায়। আচ্ছা বাবা, ঐ যে টাচ করলে লজ্জা পায় ঐ গাছের নাম কী?

আমিঃ লজ্জাবতী।

রুহামঃ বলতো লজ্জাবতী গাছের জেন্ডার কী? ছেলে না মেয়ে?

আমিঃ মনে হয় মেয়ে।

রুহামঃ হ্যাঁ। লজ্জাবতী হল মেয়ে গাছ। এইজন্যই লজ্জা পায়। মেয়েদের অনেক লজ্জা। ছেলেদের একদম লজ্জা নাই।

আমিঃ (হেসে দিয়ে) তাই নাকি?

এক সেশনে অনেক কিছু শিখলাম

□

রুহাম আর রুহামের আম্মুর আলোচনা শুনছি

রুহামের আম্মুঃ দেখি দেখি এটা কী! তোর গায়ে ফাঙ্গাস হল নাকি?

রুহামঃ আম্মু, ফাঙ্গাস কী?

রুহামের আম্মুঃ ফাঙ্গাস হল একটা স্কিন ডিজিজ। স্কিনে চাকার মত দাগ হয়।

রুহামঃ ও আম্মু, আমাদের ক্লাসে যে মাহাদী আছে না! ওর কপালের কাছে দুইটা চাকার মত দাগ আছে। আমার মনে হয় ফাঙ্গাস।

রুহামের আম্মুঃ তাহলে ঐ মাহাদীর কাছ থেকেই ফাঙ্গাস তোর কাছে চলে এসেছে।

রুহামঃ ফাঙ্গাস একজনের থেকে আরেকজনের কাছে কীভাবে যায়?

রুহামের আম্মুঃ ক্লোজ কন্টাক্টে।

রুহামঃ ব্রু টুথ?

বুঝলাম, এই ডিজিটাল আলোচনায় আমি নাই।

□

রুহামের পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা আর দশটা বাচ্চার মতই। রুহামের আম্মু এই ফাঁকিবাজি নিয়ে বিরাট চিন্তিত। রুহামকে ভোকাবুলারি পড়াতে বসেছে ওর আম্মু। রুহাম খেলতে যাবার জন্য বার বার উঠি উঠি করছে। রুহামকে লাইনে আনার চেষ্টা চলছে

রুহামের আম্মুঃ রুহাম, এই যে তুই পড়তে চাস না! তোর কী হবে?

রুহামঃ কেন?

রুহামের আম্মুঃ আমি আর তোর বাবা যখন মরে যাব তখন তুই খাবি কীভাবে? ভোকাবুলারিটা ভালোভাবে শিখলে তো টিউশনি করে চলতে পারবি।

রুহামঃ আম্মুঃ টিউশনি কী?

রুহামের আম্মুঃ এই যে তোর হুজুর যেমন তোকে পড়ায়। সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে তুই ছাত্র পড়িয়ে খেতে পারবি।

রুহামঃ তোমরা তো বেঁচে আছো। এখন তো সেই টেনশন নাই। তাহলে খেলতে যাই?

□

বিদেশী কার্টুন

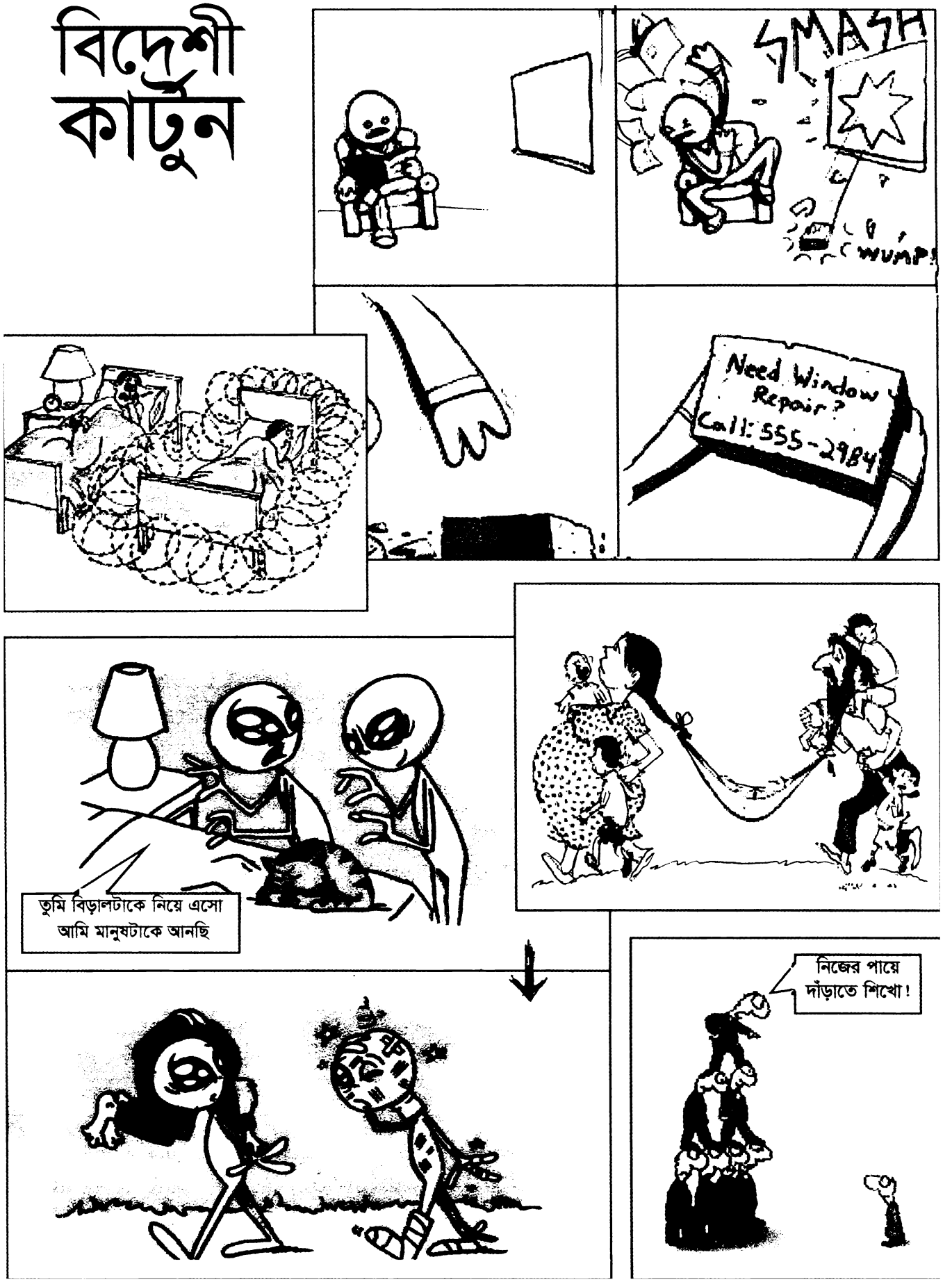
SMASH
WUMP!
Need Window Repair?
Call: 555-2984
তুমি বিড়ালটাকে নিয়ে এসো
আমি মানুষটাকে আনছি
নিজের পায়ে
দাঁড়াতে শিখো!

ইন্টারভ্যুঃ

জনৈক ডুবুরী'র

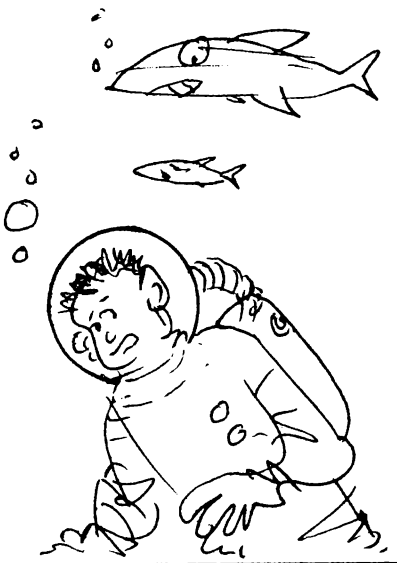

উন্মাদ- আচ্ছা ভাই ডুবুরী আপনার কাজতো পানির নিচে আচ্ছা আপনার জীবনে কোন মর্মান্তিক দৃশ্য কি মনে পড়ে? যা আপনাকে আজো পীড়া দেয়?

ডুবুরী- তা হ্যাঁ একবার পানিতে ডুব দিয়েছি কি একটা কাজে দেখি চার-পাঁচজন মিলে একটা লোককে চুবাচ্ছে... লোকটা দেখতে ঠিক আপনার মত গোল গোল চশমা খরগোশের মত দাঁত...

উন্মাদ- ডুবুরী নিয়ে আপনাকে একটা জোক শোনাতে চাই... এক ডুবুরী কখনো জীবিত মানুষ উদ্ধার করে না। তাকে একবার শো কজ করা হল কেন সে জীবিত মানুষ উদ্ধার করতে পারে না ? বা করে না? সবসময় মৃত মানুষ উদ্ধার করে। পরে সে কারণ হিসেবে জানাল, যে 'জীবিত মানুষ উদ্ধার করলে পাই ৫০০ টাকা আর মরা মানুষ উদ্ধার করলে পাই ১০০০ টাকা। এই জন্য কেউ ডুবে গেলে মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করি...' হা হা হা কেমন লাগলো জোকটা?

ডুবুরী- বাজে জোক! ব্ল্যাক হিউমার।

উন্মাদ- আচ্ছা সরি ... অন্য প্রসঙ্গে যাই। আচ্ছা ডুব ছবিটা দেখেছেন?

ডুবুরী- দেখেছি ... ডুবুরীদের জীবন নিয়ে অসাধারন এক বায়োপিক...

উন্মাদ- কি বলছেন? এই ছবিতো এখনো মুক্তিই পায় নি তা ছারা এটা ডুবুরীর বায়োপিক নয় মোটেই।

ডুবুরী- আরে এই ছবি নিয়ে যে প্যাঁচ লাগছে। এটাতে আন্ডার ওয়াটারে রি-স্যুট করে ডুবুরীদের উপর বায়োপিক বলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে জমা দিতে হবে ... তাহলে যদি কিরফান খা'র টাকা কিছু উদ্ধার হয়!

উন্মাদ- আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই। আচ্ছা 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া' ব্যাপারটা কি আপনাদের সাথে যায়?

ডুবুরী- না এটা তোমাদের সাথে যায়, তোমরা যারা ডাঙ্গায় 'কাজকাম' করে খাও! আমরা ডুবুরীরা পানি খাই উপরে উঠেই!

উন্মাদ- কিছুদিন আগে দেখলাম বিদেশের এক দম্পত্তি পানির নিচে বিয়ে করেছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত চাইছি... মানে তারাতো ডুবুরীর পোষাক পরেই বিয়ে করেছে এটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

ডুবুরী- এটাতো ভালো আজকাল পানির উপরের বিয়ে যে হারে ডিভোর্স হচ্ছে... বরং দেখা যাক পানির নিচের বিয়ের ওয়ারেন্টি কতদিন থাকে! একটা কথা আছে না পানির উপরে সব সেলফিস নিচে আমরা সব ফিস...

উন্মাদ- তার মানে আপনি নিজেকে মাছ ভাবেন... আচ্ছা ভালো কথা আপনিতো পানির নিচে ঘুরে বেড়ান কখনো কি মৎস্য কন্যা দেখেছেন?

ডুবুরী- দেখেছি মানে আমার গার্ল ফ্রেন্ড সবইতো মৎস্য কন্যা

উন্মাদ- বলেন কি মৎস্য কন্যা তাহলে আছে সমুদ্র তলে?

ডুবুরী- থাকবে না কেন?

উন্মাদ- কিন্তু কোনো নিউজেতো দেখলাম না এই খবর!

ডুবুরী- নিউজওলারাতো আছে অনুভূতি নিয়ে কার কি অনুভূতি... কোন অনুভূতিতে আঘাত লাগলো এইসব নিয়ে। পানির নিচের খবর কে রাখে...! আচ্ছা যান এবার বিদায় হোনতো ...অনেক প্যাঁচাল পারছেন!